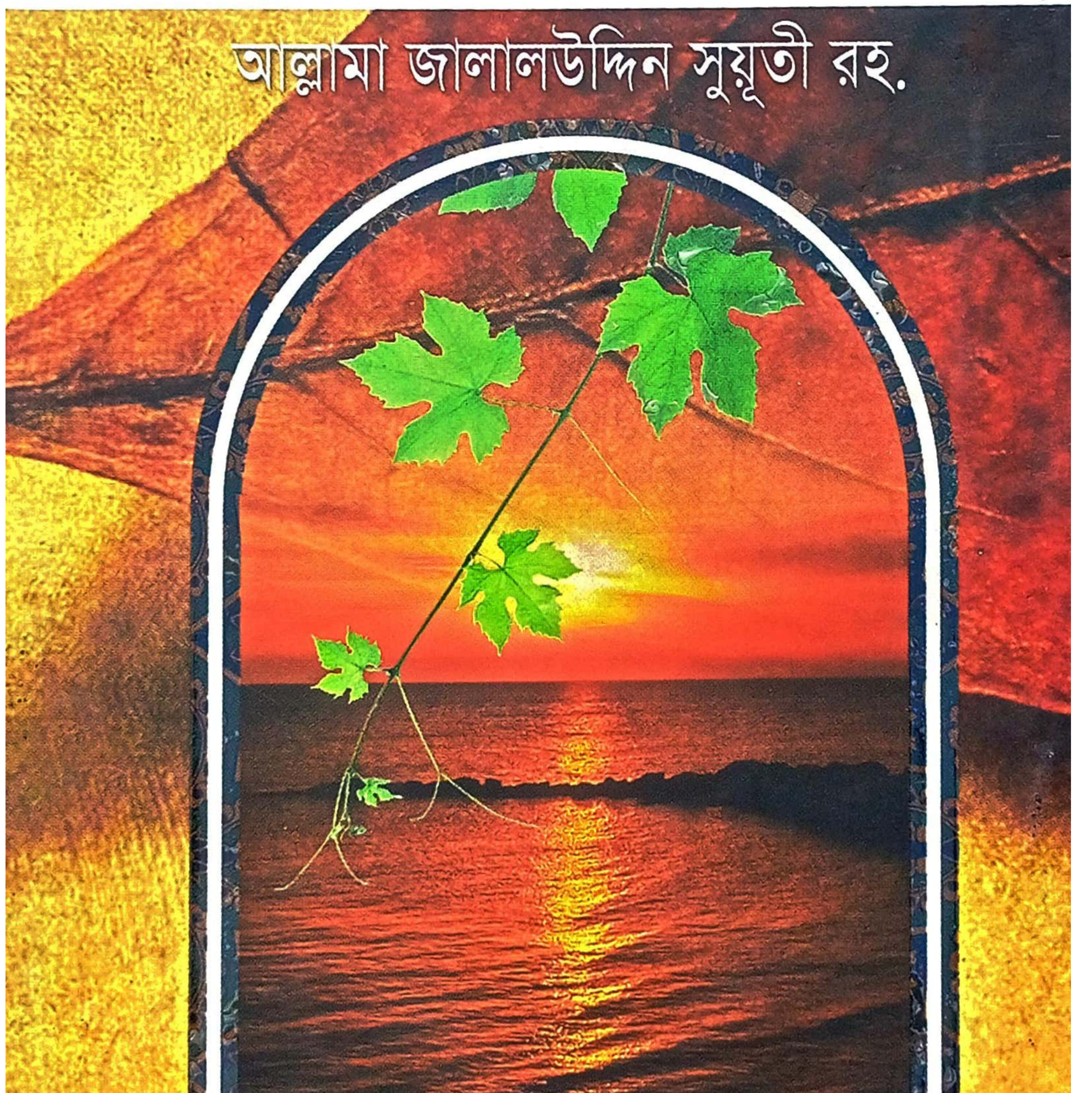
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ দলীলের ভিত্তিতে

মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা গ্রহণযোগ্য

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী রহ.



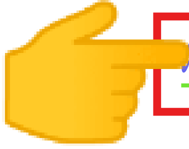
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ দলীলের ভিত্তিতে

মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা গ্রহণযোগ্য

মূল
আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী রহ.

অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা ও মুহাদ্দিস
মাওলানা মুফতি আব্দুর রশিদ তত্ত্ববাদী
দাওরা, ইফতা হাটহাজারী
কামিল, তাফসির, হাদীস, বি.এ অনার্স, এম.এ (ইসলামী শিক্ষা)

প্রকাশনায়
সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী
মাদানীনগর মাদরাসা রোড
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ



https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ দলীলের ভিত্তিতে

মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা গ্রহণযোগ্য

মূল : আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী রহ.

অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা ও মুহাদ্দিস
মাওলানা মুফতি আব্দুর রশিদ তত্ত্ববাদী

প্রকাশক : হাফেজ মোঃ মাহমুদুল হাসান
সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী
মাদানীনগর মাদরাসা রোড
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারয়ণগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১৯৬০২১৮৪, ০১৮২২৮৮১০১৫
E-mail : siddikialibrary2012@gmail.com

মূল্য : ২০০ টাকা

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমতে "মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা গ্রহণযোগ্য" গ্রন্থটি অনেক কষ্ট ও সাধনার পর প্রকাশ করতে পেরেছি।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী রহ.-এর লিখা আরবি গ্রন্থ "কবুলুত তাওবা কাবলাল মাউত" গ্রন্থটি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তাওবা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস ও কোরআনের আয়াত, যার দলিল ও প্রমাণাদিসহ বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও বর্ণনা রয়েছে, যা আলেম ওলামার, ইসলামি গবেষকগণের এবং সাধারণ পাঠকের কাঙ্খিত চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

অনুবাদক

উপহার

---------------------------------কে
উপহার স্বরুপ প্রদান করা হল।

তারিখ : ------------

প্রদানকারী ঃ--------------------------

নাম ঃ------------------------------

গ্রাম ঃ--------------------------------

থানা ঃ------------------------------

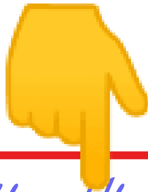
জেলা... ঃ------

যাদের প্রতি দৃষ্টি,

পিতা-মাতার দীর্ঘায়ু কামনায় মুসলিম ভাই বোনদের কাছ থেকে দোয়া চাচ্ছি। যাতে দ্বীনের উপর অটল থেকে বই প্রকাশের মাধ্যমে আমার বিন্দু প্রচেষ্টায় মানুষ সঠিক আমল করতে পারে এবং আমি দ্বীনের খেদমত চালিয়ে যেতে পারি এই প্রত্যাশায় দেশ ও বিদেশী মুসলিম ভাই বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন রইল।

পিতা-মাতার পক্ষে

সিদ্দীকিয়া লাইব্রেরী



প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের প্রতি অগনিত অসংখ্য শুকরিয়া যে, তাঁরই মেহেরবানীতে আমরা গ্রন্থখানি প্রথমবার প্রকাশে সক্ষম হয়েছি। গ্রন্থটির প্রতি পাঠকদের প্রতি বিপুল আগ্রহ ও সাড়া জাগবে বলে আশাবাদি। বাংলাদেশ ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাভাষী বহু পাঠক চান, এ ধরনের গ্রন্থ বাজারে বের হলে আমরা সবাই উপকৃত হব। "কবুলুত তাওবা কাবলাল মাউত" মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা গ্রহণযোগ্য' গ্রন্থটি সহীহ্ দলিলের ভিত্তিতে অনুবাদ করে বাজারে বের করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থ বাজারে পাওয়া কষ্টকর। এই কিতাবের দলিল ও সূত্র অধিকাংশই মাকতাবা শামেলা অনুসরনে করা হয়েছে।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, গ্রন্থটিতে কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী প্রকাশে তা সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি গ্রন্থটির ব্যাপারে সুন্দর কোন পরামর্শ থাকলে তা পাওয়ারও প্রত্যাশা রইলো।

মহান আল্লাহর নিকট আবেদন, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দেন-আমীন!

বিনীত

সিদ্দীকিয়া লাইব্রেরী

সূচিপত্র

গুনাহ্ কত প্রকার?

গুনাহ দুই প্রকার

যথাঃ ১. কবীরা গুনাহ (বড় গুনাহ) ২. সগীরা গুনাহ (ছোট গুনাহ)

গুনাহ্ কত ভাবে করা হয়

গুনাহ ৪ ভাবে করা হয়-

১. مُتَعَمِّدًا (ইচ্ছাকৃতভাবে করা)। দলিলঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدً (সূত্রঃ সুরা নিসাঃ ৯২)

এখানে مُتَعَمِّدًا বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ্ করা বুঝায়। তাওবা ব্যতীত এ গুনাহ মাফ হয় না।

২. خطاء (ভুল করা)

৩. نسوانا (নিয়ম জানা আছে কিন্তু করার সময় ভুলে গিয়ে করা)

২ ও ৩ নং এর দলিলঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

এখানে نَسِينَا বলতে ভুলে গিয়ে গুনাহ্ করা এবং أَخْطَأْنَ বলতে ভুলে গুনাহ্ করা বুঝায়। এ দুই প্রকার গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা নামাযের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন। (সূরা বাকরা- ২৮৬)

৪. بِجَهَالَةٍ (অজ্ঞাত কারনেঃ গুনাহ্ করা) । দলিলঃ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (সূত্রঃ সুরা নিসা-১৬)। এখানে بِجَهَالَةٍ বলতে অজ্ঞাত কারনে গুনাহ করাকে বুঝায়। অর্থাৎ সে জানেনা কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ। এ গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা নামাযের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন।

৫. জোর পূর্বক গুনাহের কাজ করানো। এ গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেবেন। কেননা সে নিজ ইচ্ছায় গুনাহের কাজ করেনি

আল্লাহ্ ৩ প্রকার গুনাহ তাওবা ছাড়াই মাফ করবেন

১। ভুলক্রমে গুনাহ করলে, ভুলক্রমে গুনাহ হল, একটি করার পাশাপাশি অন্য আরেকটি গুনাহ করা, এমন গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন।

২। ভুলে থাকা। ব্যক্তি জানে যে এটি গুনাহের কাজ কিন্তু করার সময় ভুলে গেছে। পরে মনে পড়েছে যে এটা গুনাহের কাজ। এমন গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। আল্লাহ্ বলেন -

ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطئنا

অর্থ: "হে আল্লাহ্! যদি ভুলে গিয়ে করি অথবা ভুলক্রমে করি, এমন গুনাহের জন্য পাকড়াও করবেন না। (সুরা বাকারা-২৮৬)

৩। বা অজ্ঞাতবশতঃ যে গুনাহ। ব্যক্তিটি জানেনা যে এটি করলে গুনাহ হবে। এমন গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। দলিল: আল্লাহ্ বলেছেন,

انما التوبة على الله للذين يعملون السوبجهلة

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে।" (সূরা নিসা)

তিন প্রকার গুনাহ নামাযের মাধ্যমে মাফ হবে

১. ভুলের কারণে গুনাহ করা।
২. ভুলে গিয়ে করা।
৩. অজ্ঞতার কারণে গুনাহ আল্লাহ্ নামাযের মাধ্যমে মাফ করবেন।

দলিলঃ

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুয়া থেকে অপর জুমুয়া এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান এর মধ্যবর্তী সময়ে যে গুনাহ্ হয় তা আল্লাহ্ মাফ করবেন।

মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাওবা কবুল হয়

যদি কোন বান্দাহ পাপ করে, পরে সে পাপ কাজ না করার সংকল্প করে। এমন গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। তবে তাওবার মাধ্যমে ২টি সাওয়াব রয়েছে।

১. তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়।

২. যতগুলো গুনাহ মাফ হয়েছে ততগুলো সাওয়াব হয়।

দলীলঃ আল্লাহ্ বলেন-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [সূরা ফুরকন, ৬৯]

কবীরা গুনাহের তাওবা মৃত্যুর কতক্ষণ আগে গ্রহণযোগ্য

১. মৃত্যুর এক ঘন্টা আগ পর্যন্ত তাওবা করলে তাওবা গ্রহন করা হবে এবং গুনাহ মাফ হবে। দলিলঃ মহানবী (সঃ) বলেছেন,

– وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما , ، قَالَ : مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍتِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ : {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ...} الآيَةَ

واه أبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل ١/٧٢١٤]

অর্থ: "যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর আগে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ হবে। আবার যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক মাস আগে তাওবা করবে, তার তাওবা কবুল হবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সপ্তাহ আগে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে।যে ব্যক্তি মৃত্যুর একদিন আগে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে।যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে।" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ,হাদীস নং- ১/৭২১৪)

অন্য হাদীসে মহানবী (সা:) বলেন

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه) ثم قال : (إن السنة لكثير ،
من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه) ثم قال : (إن الشهر لكثير ،
من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه) ثم قال : (إن الجمعة لكثير ،
من تاب قبل موته بساعة تاب الله) ثم عليه قال : (إن الساعة لكثير ،
من تاب قبل موته قبل أن يُغرغر بها تاب الله عليه) .

২. অর্থ: হযরত উবাদা বিন সাবেত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুর একবছর পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই এক বছর সময় অধিক। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, নিশ্চয় এক মাস সময় অধিক। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর তিনি বলেছেন, নিশ্চয় এক সপ্তাহ অধিক হয়। এরপর যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। নিশ্চয় এক ঘন্টা অধিক হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু

হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। (সূত্রঃ কাশফুল বায়ান, নিসাপুরি, সূরা নিসা)।

৩. অন্য হাদীসে মহানবী (সা:) বলেছেন,

زيد بن أسلم عن عبد الرحمن (السلماني) قال : اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهم : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم) .

قال الثاني : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم) .

قال الثالث : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة) .

فقال الرابع : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه) .

অর্থঃ যায়েদ ইবনে আসলাম ইবনে আব্দুর রহমান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা:) এর চার জন সাহাবী থেকে এক জন সাহাবী বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা মৃত্যুর একদিন পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওব গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেনঃ আমি মহানবী (সা:) থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ অর্ধ দিন পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি বললেন আমি মহানবী (সা:) থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ মৃত্যুর সামান্য সময়ের বা এক মিনিট পূর্বে যে তাওবা করবে তার

তাওবা গ্রহণ করা হবে। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়নি এমন ব্যক্তির তাওবা গ্রহণ করা হবে। (সূত্রঃ কাশফুল বায়ান, নিশাপুরি, সূরা নিসা)।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

আর যারা অসৎকাজ করতেই থাকে তাদের কোন তওবা নেই, একপর্যায় তাদের কাছে মৃত্যু এসে যাবার পর তারা বলে এখন আমি তওবা করছি, আর তাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।

৪. অন্য হাদীসে নবী কারীম (সা.) বলেছেন-

عن إبراهيم ابن ميمون ، عن رجل من بلحارث بن كعب ، ثنا رجل منا يقال له ايوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من تاب قبل موته عاما أو بعام تيب عليه ، حتى قال : بشهر ، حتى قال بجمعة ، حتى قال بيوم ، حتى قال : بساعة ، حتى قال : بفواق ، فقلت : سبحان الله ، الم يقل الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت فقال : انما احدثك ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

অর্থঃ হযরত ইব্রাহীম ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত, বিল হারেছ বিন কাব থেকে এক ব্যক্তি বলেনঃ আমি আইয়্যুব থেকে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাস পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর বলেছেন, এক সপ্তাহ পূর্বে যে

তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর বলেছেন, এক দিন পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর বলেছেন, এক ঘন্টা পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর বলেছেন, এক মিনিট পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর আমি বলেছি সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেননি তাদের তাওবা নেই যারা অপকর্ম করতেই থাকে তাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত। এরপর বলেছেন, আমি যা রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে শুনেছি তাই বর্ণনা করেছি। (সূত্রঃ তাফসিরে ইবনে হাতিম, ইমাম রাজি)

৫. অন্য হাদীসে মহানবী (সা:) বলেনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، ثنا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَاماً أَوْ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: بِشَهْرٍ، حَتَّى قَالَ: بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ: بِيَوْمٍ، حَتَّى بِسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ: بِفَوَاقٍ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ:: " وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ " فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "

অর্থ: হযরত ইব্রাহিম বিন মাইমুন রা: থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন আর তিনি আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাস পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি একদিন পূর্বে তাওবা

করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য সময় বা এক মিনিট পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি বলেছি সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'য়ালা কি বলেননি যারা অসৎকাজ করতেই থাকে তাদের কোন তওবা নেই, একপর্যায় তাদের কাছে মৃত্যু এসে যাবার পর তারা বলে এখন আমি তওবা করছি, আর তাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরপর বলেছেন, আমি তোমার কাছে হাদিস বর্ণনা করছি যা আমি রাসূল সা: থেকে শুনেছি। (তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম, ইমাম রাজী,৫০১৪)

৬. অন্যস্থানে মহানবী (সা:) বলেছেন,

زيد بن أسلم عن عبد الرحمن (السلماني) قال : اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهم : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم) .

قال الثاني : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم) .

قال الثالث : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة) .

فقال الرابع : وأنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : (إن الله عزّ وجلّ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه) .

{ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ } أي من زمان قريب وهو ما قبل حضور الموت كما ينبيء عنه ما سيأتي من قوله تعالى : { حتى إِذَا حَضَرَ } [النساء : ١٨] الخ

অর্থ: যায়েদ বিন আসলাম আব্দুর রহমান আস্‌সালামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মহানবী (সা:) এর চারজন সাহাবী একত্রিত হয়ে তাদের একজন বলেন: আমি মহানবী (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মৃত্যুর একদিন পূর্বে যে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে।

দ্বিতীয় জন বলেন: আমি রাসূল সা: কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর অর্ধ দিন আগে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় জন বলেছেন, আমি মহানবী সা: থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: মৃত্যুর একমিনিট আগে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহন করা হবে।

চতুর্থ জন বললেন, আমি মহানবী (সা:) কে বলতে শুনেছি যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়নি এমন ব্যক্তির তাওবা গ্রহন করা হবে।

এরপর যারা অতি দ্রুত তাওবা করে অর্থাৎ মালাকুল মাওত বা মৃত্যুর ফেরেস্তা অসেনি এমন ব্যক্তির তাওবা গ্রহণযোগ্য। (তাফসিরে কাশফুল বয়ান, সূরা নিসা, ২৭৪ পৃ:)

৭. অন্যত্র মহানবী সা: বলেন:

يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها : « من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه » ثم قال : « وإن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه » ثم قال : « وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله تعالى عليه » ثم قال : «

وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه » ثم قال : « وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى حلقه تاب الله تعالى عليه » وأخرج أحمد والترمذي

অর্থ: মহানবী (সা:) খুতবা দিতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তার তাওবা গ্রহণ করবেন। এরপর বলেছেন, এক বছর অনেক বেশী সময়। যে মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি বলেন: একমাস অনেক বেশী সময়। যে মৃত্যুর এক দিন পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি বলেন: এক দিন অনেক বেশী সময়। যে মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি বলেন: এক ঘন্টা অনেক বেশী সময়। যে ব্যক্তির রুহ্ তার কন্ঠনালীতে আসার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা গ্রহণ করবেন। (আহমদ, তিরমিজী)

৮. অন্যস্থানে মহানবী (সা:) বলেছেন:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك وَثَمّ أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال : إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال : وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت

من تاب وقد بلغت روحه حلقه تاب الله عليه » ، ومع قوله صلى الله عليه وسلم : « من تاب قبل الغرغرة قبلت توبته » ، رواه الترمذى عن ابن عمر ، وذكر أبو قلاية ، أنه سأل إبليس النِظرة ، فأنظره إلى يوم القيامة ، فقال : وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه روح ، فقال الله عز وجل : وعزتى لا أحجب عند التوبة ما دام فيه الروح ، ويجاب بأن الغرغرة أخطر من الحلق ، وأن الموحد تقبل عنه ما دام فيه الروح والعلم لله تعالى ، وظاهر الآية

অর্থ: হযরত ইবনে ওমর রা: মহানবী সা: থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার মৃতুর যন্ত্রণা শুরু হবার পূর্বে তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে।

ইবনে আবি শাইবা আবু কাতাদা রা: থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা আনাস বিন মালেকের কাছে ছিলাম। আবু কালাবা বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা শায়তানকে অভিশপ্ত করেছেন এবং শয়তান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছেন। এরপর তিনি বলেন: তোমার কসম.. অবশ্যই আমি আদম সন্তানের রুহ্ থেকে ঈমান বের করব। আমার যাতের কসম করে বলছি, আমি আদম সন্তানের তাওবা থেকে আড়াল হয়ে দাড়াব। ইবনে জারির আনাস রা: থেকে বর্ণনা করেন: তাওবা এত কাছেবর্তী মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পূর্ব পর্যন্ত।

অতপর রুহ্ কণ্ঠনালীতে আসার পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর মহানবী সা: বলেন: মৃত্যুর যন্ত্রণা আসার পূর্ব পর্যন্ত তাওবার সময়। অতপর রুহ্ হলকুমে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা করলে তার তাওবা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করবেন, অর্থাৎ মানুষের দেহে রুহ্

যতক্ষণ দেহে অবস্থান করবে ততক্ষণ তাওবার সময়। (তাফীসরে আতফিস, ৩খঃ ৪৭৮পৃঃ)

৯. অন্য হাদীসে মহানবী সা. বলেছেন-

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

অর্থ: "আল্লাহ্ তার বান্দার তাওবা মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন।" (বুখারী) এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ এক ঘন্টার চেয়ে আরো অধিক কম সময়ে বান্দার তাওবা কবুল করেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করার আগে তাওবা করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন। (আহমদ)

১০. মহানবী সা. বলেন-

مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ نَفَسُهُ قَبِلَ اللَّهُ مِنْه

অর্থ: "যে ব্যক্তি গারগারা বা মৃত্যু যন্ত্রণার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করবেন।।" (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৬২)

১১. মহানবী সা. বলেন-

، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ ا.للَّهُ عَلَيْهِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করবেন।" (মুসলিম- ৭০৩৬)

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من تاب قبل طلوع الشّمس من مغربها تاب الله عليه

১২. মহানবী সা. বলেন-

انَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ: ইসলাম গ্রহণ করা পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়। (মুসলিম- ৩৩৬)

১৩. অন্য হাদীসে মহানবী সা. বলেছেন-

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ، أَنّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْ رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورا كُنْتُ أَتَحَنّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيّةِ. مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ. أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ".

অর্থঃ হাকিম ইবনু হিযাম রা. বলেছেন, আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বলুন, জাহিলী যুগে ভাল কাজ মনে করে আমি যে দান খয়রাত করেছি, দাস মুক্ত করেছি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি, তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন রাসূল সা. বললেন, তুমি অতীত জীবনে যে সব সওয়াবের কাজ করেছ তা সহকারেই তুমি মুসলিম হয়েছ। (সূত্র:মুসলিম, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, পৃ: ৩৩৯)

১৪. মহানবী সা. বলেন

وَأن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَا

অর্থ: হিজরত পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়। (মুসলিম- ৩৩৬)

১৫. মহানবী সা. অন্য হাদীসে বলেছেন-

ما حاجتك ؟ قلت : الإسلام فقال : هو خير لك قال وتهاجر ؟ قلت : نعم قال : هجرة البادية أو هجرة الباتة ؟ قلت : أيهما أفضل ؟ قال : الهجرة الباتة٠أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك

অর্থঃ দ্বীনের জন্য দেশ-দেশান্তরে সফর করা নিঃসন্দেহে হিজরতে বাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত। (সূত্রঃ তাবারানি, হাদীস নং ১৯৬, মুনতাখাব হাদীস, ৭৮৭)

১৬. অন্য হাদীসে মহানবী সা. বলেন,

عَنْ أَبِى هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

অর্থঃ যতদিন তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, ততদিন হিজরতও বন্ধ হবে না। (সূত্রঃ বায়হাকী, হাদীস নং ১৮২৩৪)

মহানবী সা. বলেছেন,

হিজরত দুই প্রকার:যথা-(ক) হিজরাতুল বাত্তাহ (খ) হিজরাতুল বাদিয়াহ্ হিজরাতুল বাত্তাহ হচ্ছে, তুমি সবকিছু ত্যাগ করে রাসূল সা. এর সাথে অবস্থান করবে। আর হিজরাতুল বাদিয়াহ হচ্ছে, তুমি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে যাবে, কিন্তু আবার ফিরে আসবে।

১৭. মহানবী সা. বলেন-

وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

অর্থ: হজ্ব ও ওমরা পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়। (মুসলিম- ৩৩৬)

১৮. মহানবী সা. বলেন-

(٥٢٩٠) ((تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنَّهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوابٌ إلاَّ الجَنَّةَ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা পরপর একত্রে হজ্জ ও ওমরা কর। কেননা এ হজ্জ ও

ওমরা দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে দেয়। যেমন, হাজরের আগুনে লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (সূত্রঃ ফাতহুল কাবির, ৫২৭০, তিরমিযি-৮১০)

১৯. অন্যস্থানে মহানবী সা. বলেছেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ لَا قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَم قَالَ فَبِرَّهَا)(١)

অর্থ: হযরত ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী সা. এর কাছে এসে বলেনঃ আমি একটি বড় গুনাহ করে ফেলেছি, এর কি কোন তাওবা আছে? নবী সা. বললেন, তোমার কি মা আছে? অন্য এক বর্ণনায়, তোমার কি মাতা- আছেন? লোকটি বলেন না। নবী সা. বললেনঃ তোমার কি কোন খালা আছেন? লোকটি বলেন জি হ্যাঁ। নবী সা. বললেনঃ তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার কর। তার খিদমত কর। (তিরমিযি, ইবনু হিব্বান, আহমাদ, হাকিম)

২০. অন্য হাদীসে মহানবী সা. বলেছেন-

من تاب قبل ان يموت بثلاث ساعات غفرت له-

অর্থ: যে ব্যক্তি মৃত্যুর ৩ মিনিট আগে তাওবা করবে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন। (হাদীসে কুদসী, তাফসীরে কাছীর, সূরা কদর)

২১. অন্য হাদিসে নবী করীম সাঃ বলেছেনঃ

عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مَيْمُونٍ، عَنْ أَيُّوبَ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بن الْعَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ:"مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ".

অর্থ: হযরত ইব্রাহিম বিন মাইমুন হযরত আইয়ুব আল হারেছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আমর বিন আস থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রাসূল সা: থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: উটনীর স্তনে দুধপান করে দ্বিতীয় বার দুধ পান করার মাঝখানের সময় যতটুকু অর্থাৎ মৃত্যুর ৫ সেকেন্ড পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন। (তাবারানী, মাজমুল যাওয়ায়েদ, ৪৪১)

২২. মহানবী সা: অন্য হাদিসে বলেছেন:

عن عمر رضي الله عنه قال دخلت على مريض من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تب فلم يقدر أن ينطق بلسانه فجال بطرفه نحو السماء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال لما لم يقدر أومأ بقلبه إلى السماء وندم وقال الله تعالى يا ملائكتي عبدي عجز عن التوبة بلسانه فندم بقلبه أشهدكم أني قد غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر وعنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء جبريل عند موته فقال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك من تاب قبل موته بسنة قبلت توبته فقال يا جبريل سنة لأمتي كثيرة فغاب ثم رجع وقال إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك من تاب قبل موته بشهر قبلت توبته فقال يا جبريل الشهر لأمتي كثير فغاب ثم رجع وقال إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته فقال يا جبريل الجمعة لأمتي كثيرة فغاب ثم رجع وقال إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك من تاب قبل موته

بيوم قبلت توبته فقال يا جبريل اليوم لأمتي كثير فغاب ثم رجع وقال ربك يقرؤك السلام ويقول لك من تاب قبل موته بساعة قبلت توبته فقال يا جبريل الساعة لأمتي كثير فغاب ثم رجع وقال إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك إن كانت السنة والشهر كثير والجمعة كثيرة واليوم كثير والساعة كثيرة فمن لم يرجع إلي قبل موته بسنة ولا شهر ولا جمعة ولا يوم ولا ساعة حتى بلغت الروح الحلقوم ولم يمكنه الاعتذار بلسانه فاستحيى وندم بقلبه غفرت له

অর্থ: হযরত ওমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি এক রোগাক্রান্ত আনসারীর রাড়িতে প্রবেশ করেছি এবং মহানবী সা: আমার সাথে ছিলেন। আর সে আনসারী মৃত্যুর যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, রাসূল সা: বললেন: সে কথা বলতে সক্ষম ছিলেন না, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এরপর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল মহানবী সা: হাসলেন, এরপর বললেন: আর সে লজ্জিত হয়ে তার অন্তর আকাশের দিকে এবং আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: হে ফেরেশতারা, আমার বান্দা মুখদিয়ে তাওবা করতে অক্ষম এবং অন্তরের দিক দিয়ে সে লজ্জিত। আমি তোমাদের সাক্ষী দিতেছি যে, তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যদিও সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হয়ে থকে।

মহানবী সা: বলেন: তার কাছে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এলেন। এরপর বললেন, হে মহাম্মদ সা:! নিশ্চয় আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে।এরপর তিনি বলেন: হে জিব্রাঈল, এক বছর আমার উম্মতের জন্য অনেক বেশী হয়। তারপর জিব্রাঈল চলে গেলেন। এরপর ফিরে এলেন,

এবং বললেন: হে মহাম্মদ সা:! নিশ্চয় আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। এরপর তিনি বলেন: হে জিব্রাঈল, এক মাস আমার উম্মতের জন্য অনেক বেশী হয়। তারপর জিব্রাঈল চলে গেলেন এরপর ফিরে এলেন, এবং বললেন: হে মহাম্মদ সা:! নিশ্চয় আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল হবে। এরপর তিনি বলেন: হে জিব্রাঈল, এক সপ্তাহ আমার উম্মতের জন্য অনেক বেশী হয়। তারপর জিব্রাঈল চলে গেলেন এরপর ফিরে এলেন, এবং বললেন: হে মহাম্মদ সা:! নিশ্চয় আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক দিন পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল হবে। অতপর তিনি বলেন: হে জিব্রাঈল, এক দিন আমার উম্মতের জন্য অনেক বেশী হয়। তারপর জিব্রাঈল চলে গেলেন। এরপর ফিরে এলেন এবং বললেন: হে মহাম্মদ সা:! নিশ্চয় আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল কর হবে। অতপর তিনি বলেন: হে জিব্রাঈল, এক ঘন্টা আমার উম্মতের জন্য অনেক বেশী হয়। এরপর জিব্রাঈল চলে গেলেন এরপর ফিরে এলেন, এবং বললেন: যদি এক বছর সময় বেশী হয়, এক মাস বেশী হয়, এক সপ্তাহ বেশী হয়, একদিন বেশী হয় এবং এক ঘন্টা বেশী হয়।তাহলে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে, এক মাস পূর্বে, এক সপ্তাহ পূর্বে, এক দিন পূর্বে, এবং এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করার প্রয়োজন নেই। বরং রুহ্ হলকুমে পৌছার পূর্বে তাওবা করলে তার তাওবা কবুল করা হবে। আর মুখে তাওবা উচ্চারণ করতে না পারলে, এরপর সে লজ্জিত হলে এবং অন্তরে অনুতপ্ত হলে, তারপরেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তাফসীরে রুহুর বয়ান, সূরা নিসা, ১৪৩ পৃঃ)

২৩. অন্য হাদিসে মহানবী সা: বলেছেন:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنِى، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِى الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: يَوْمًا، حَتَّى قَالَ: سَاعَةً، حَتَّى قَالَ: فُوَاقًا، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَافِرًا أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ.

অর্থ: আমাদের কে আফ্ফান শুয়বা থেকে বর্ণনা করেছেন: এরপর বলেন: ইব্রাহিম বিন মাইমুন আমাকে এই হাদিস সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তিনি বলেন: আমি বনি হারেছের দু ব্যক্তি থেকে শুনেছি তিনি বলেন: সেই দুই ব্যক্তি বলেছেন, আমরা আইয়ুব থেকে শুনেছি। তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে শুনেছি। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল হবে। এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর এম মাস পূর্বে তাওবা করবে, এরপর বললেন এক দিন, এরপর বলেন: এক ঘন্টা, এর বলেন এক মিনিট পূর্বেই তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে। এক ব্যক্তি বলেছেন, যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে, তার ক্ষেত্রেও কি? তিনি বলেন: হ্যাঁ, তিনি বলেন: আমি তোমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছি যেভাবে আমি রাসূল সা: থেকে শুনেছি।

২৪. অন্য হাদীসে রাসূল সা: বলেছেন:

من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته. (فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما): يعلم إخلاصهم في التوبة

অর্থ: যে ব্যক্তি মালাকুল মাওতকে দেখার পূর্বেই তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করবেন। (আল কাফি, ৩৭৯ পৃঃ)

২৫. অন্য হাদীসে রাসূল সা: বলেন:

أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرَةٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْجُمْعَةَ لَكَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُعَايِنَ قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ.

অর্থ: হযরত আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর বলেন: নিশ্চয় এক বছর অনেক বেশী হয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর বললেন: নিশ্চয় এক মাস অনেক বেশী হয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সাপ্তাহ পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর বললেন: নিশ্চয় এক সাপ্তাহ অনেক বেশী হয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক দিন পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর বললেন: নিশ্চয় এক দিন অনেক বেশী হয়। তারপর যে ব্যক্তি মালাকুল মাওত বা মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। (মিশকাতুল আনওয়ার, ৩১৩ পৃঃ)।

জিহাদের মাধ্যমেও কবীরা গুনাহ মাফ হয়

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً يمَوَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

অর্থ: যে সব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এ উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ্ বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন।তাদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন। কিন্তু তার দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা নিসা -৯৫-৯৬)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

অর্থ: "আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" অর্থাৎ আজরাইল আ. এসে ধরছে এখন তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আজরাইল আ. আসার এক মিনিট আগে তাওবা কবুল হওয়ার সময়।

২৬. অন্য হাদীসে নবী করীম সা. বলেন-

عن ابن عمرو قال : من تاب قبل موته بفواق تيب

অর্থ: যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক মিনিট আগে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল করা হবে। (বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান)

২৭. অন্য হাদীসে রাসূল সা: বলেছেন:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (لا تقوم السّاعة حتّى تطلع الشّمس من مغربها فإذا رآها النّاس آمَن مَنْ عليها فذلك حينَ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل) . ثمّ قرأ هذه الآية ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (انعام ١٥٨)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সা: বলেছেন: সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যখন মানুষগণ দেখবে সেদিন সবাই ঈমান আনবে, সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, এবং তাদের ঈমান কবুল করা হবে না। কারণ তারা পূর্বে ঈমান আনেনি।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: তারাকি অপেক্ষায় আছে যে তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, অথবা তাদের কাছে তোমার রব আসবে অথবা রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসবে, তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, কারণ তার পূর্বে ঈমান আনেনি, অথচ এর প্রতি তার ঈমান এনেছে, আপনি বলুন তারা যেন অপেক্ষায় থাকে আমরাও অপেক্ষায় আছি। (তাফসিরে জামিয়ুল বায়ান ১৪২১৯)

২৮. এ সম্পর্কে রাসূল সা: বলেন:

عن عبد الرحمن بن هرمز: أنه قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب. قال:

فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلهم، وذلك حين"لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا"

হযরত আব্দুর রহমান বিন হুরমুজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু হুরায়রা রা: বলেছেন: মহানবী সা: বলেছেন: সুর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যখন মানুষগণ দেখবে সেদিন সবাই ঈমান আনবে, সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, এবং তাদের ঈমান কবুল করা হবে না। কারণ তারা পূর্বে ঈমান আনেনি। (মুসলিম, ১৫৪)

তাওবার সময়সীমা

২৯. এ সম্পর্কে রাসূল সা: বলেছেন:

ابن عمر : أنّ رسول الله قال : إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرْ رواه التّرمذي ، وابن ماجه ، وأحمد . (ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه أي أنفاسه رأْس حلقه) . ومحمل الآية

অর্থ: ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত রাসূল সা: বলেছেন: আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার মৃত্যুর যন্ত্রণা আসা আগ পর্যন্ত তাওবা কবুল করেন। (তিরমিজী, ইবনে মাজা, আহমদ) গারগির এর অর্থ রুহু বা নাফস তার হলকের শুরুতে পৌছা।

৩০. অন্য হাদীসে রাসূল সা: বলেন:

روى ان جبريل عليه السلام اتاه عند موته فقال يا محمد الرب يقرئك السلام ويقول من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله عليه وسلم « الجمعة كثيرة » فذهب ثم رجع وقال قال الله تعالى من تاب قبل موته بساعة قبلت توبته فقال « الساعة كثيرة » فذهب ثم رجع

وقال ان الله يقرئك السلام ويقول ان كان هذا كثيرا فلو بلغ روحه الحلق ولم يمكنه الاعتذار بلسانه واستحيى منى وندم بقلبه غفرت له ولا ابالى قال صلى الله عليه وسلم « ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » اى لم يبلغ روحه الحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير اليه من رحمة او هوان ولا ينفع حينئذ توبة ولا ايمان قال تعالى { فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا } فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابض الارواح وذلك عند غرغرته بالروح وانما يغرغر به اذا قطع الوتين فشخص من الصدر الى الحلقوم فعندها المعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الانسان ان يتوب قبل المعاينة والغرغرة وهو معنى قوله تعالى { ثم يتوبون من قريب } وانما صحت منه التوبة فى هذا الوقت لان الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل

অর্থ: নিশ্চয় জিব্রাইল আ: মহানবী সা: এর মৃত্যুর কাছেবর্তী সময়ে আসলেন, এরপর বললেন: হে মহাম্মদ, আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সাপ্তাহ পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। মহানবী সা: বলেন: এক সাপ্তাহ অনেক বেশী সময়, এরপর জিব্রাইল আ: চলে যান, এবং ফিরে এসে বললেন: আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। এরপর মহানবী সা: বললেন: এক ঘন্টা অনেক বেশী সময়, অতপর জিব্রাইল আ: চলে যান, এবং ফিরে এসে বললেন; আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি এক ঘন্ট বেশী হয়। এরপর রুহু হুলকুমে

পৌছে এবং মুখে তাওবা করতে পারেনি, তাহলে সে লজ্জিত হয় এবং অন্তরে অনুতপ্ত হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন, যার মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়নি অর্থাৎ তাহার রুহ হুলকুমে পৌছেনি। আর যদি মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখে তার তাওবা কবুল করা হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ এরপর তারা যখন আমার শাস্তি দেখবে তখন তাদের ঈমান আনা কোন কাজে আসবে না। রুহ কবজের জন্য হাত প্রসারিত করা বা দেখার নামই গারগীর। মালাকুল মাউতকে দেখা এবং রুহ হুলকুম থেকে বের হওয়ার সময়। মালাকুল মাউত উপস্থিত হওয়া এবং দেখার পূর্বে তাওবা করলে তাওবা গ্রহণ করা হবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা নিসা, ১৪৩ পৃঃ)

পাপ করার কতক্ষণ পর আমলনামায় লিখা হয়।

নবী করীম সা. বলেন-

١٠٩٢٦) (مَا مِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَنْباً إلاَّ وَقَّفَهُ المَلَكُ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ ،

فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يُوَقِّفْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

অর্থঃ আমলনামায় গুনাহ লিখতে ফিরিশতা ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করেন। (মুস্তাদরিক, হাকেম ও তারগীব) তিন ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং নামাযে এসে তাওবা করে কি না তার জন্য অপেক্ষা করেন। তা তিন ওয়াক্ত নামাযের জন্য। আসর থেকে মাগরিব এবং মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত তিন ঘন্টা করে। অর্থাৎ এক ওয়াক্ত থেকে আরেক ওয়াক্ত পর্যন্ত।)

অন্য হাদীসে নবী করীম সা. বলেছেন-

(إنّ صاحِبَ الشِّمالِ لَيَرْفَعُ القَلَمَ سِتَّ ساعات عنِ العَبْدِ المُسْلِمِ

المخْطِىءِ فإنْ نَدِمَ واسْتَغْفَرَ الله مِنْها ألقاها وإلاّ كُتِبَت وَاحِدَةً)) (طب

) عن أبي أمامة

অর্থ: "গুনাহগার মুসলমানের জন্য ছয় ঘন্টা গুনাহ লিখা থেকে বিরত থাকেন।" (তাবরানী, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

অন্য হাদীসে নবী করীম সা. বলেন-

(—ساعات سبع قلمك امسك طبرانى)

অর্থ: "কোন মুসলমান পাপ করলে ফেরেশতা ৭ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তার পাপ আমলনামায় লিখা হয় না, কারণ তাকে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, সে নামাযে এসে তাওবা করে কি না? এ সাত ঘন্টা সময় ইশা থেকে ফযর এবং ফযর থেকে যোহর পর্যন্ত। যে ওয়াক্তে পাপ করে পরের ওয়াক্তে নামায পড়ে তাওবা করলে পাপ আমলনামায় লিখা হয় না।

লোকটি নামায পড়েছে কিন্তু তাওবা করেনি তখন কি পাপ লিখা হয়

সেলমান ব্যক্তি যে ওয়াক্তে পাপ করবে, পরের ওয়াক্তে নামায পড়ে তাওবা করবে, তাহলে আমালনামায় পাপ লিখা হয় না। যদি তাওবা না করে নামায পড়ে চলে যায়, তখন তারজন্য শুধু আমলনামায় একটি পাপ লিখা হয়।

নবী করীম সা. বলেন-

ان لم يستغفر الله كتب سليئة واحدة

অর্থ: "যদি নামায পড়ে চলে যায়, তাওবা না করে, তার জন্য একটি পাপ লিখা হয়।" (দাকায়েকুল হাকায়েক-৭৭)

সীমা অতিক্রমকারীর গুনাহ্

সীমাহীন গুনাহও আল্লাহ্ মাফ করবেন। اسرفوا বলা হয়ে যে গুনাহকে যে গুনাহ সীমার বাইরে । গুনাহ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, সে গুনাহ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝে না, এমন গুনাহও আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

দলিলঃ

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:٥٣) .

অর্থ: " বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আয যুমার: ৫৩)

গুনাহের পর তাওবা করলে পুরস্কার আছে। দলীল:

إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:٧٠)

অর্থ: "যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। আল্লাহ্ তাদের পাপগুলোকে পূণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।" অর্থাৎ যতগুলো পাপ আছে, সে পাপ সওযাবে পরিণত করে দেবেন। এ ধরনের গুনাহগার ব্যক্তির জন্য তাওবা পরে বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে। বোনাস হল যত পাপ ততগুলো সওয়াব পাবে। যদি সে তাওবা করে এবং জীবনে আর গুনাহের কাজ করবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا } [النساء : ١٣٧]

যদি মানুষ গুনাহ না করত, তা হলে কি হত?

গুনাহ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা গুনাহ থেকে বেচেঁ থাকবে। কখনও গুনাহ করে তাওবা করবে। একেবারে গুনাহের কাজ না করলে মানুষ সৃষ্টি করে কি লাভ? ফেরেশতারা ভাল ছিল। তারা সব সময় আল্লাহ্র প্রশংসা করে থাকে। তারা গুনাহ করে না। তাহলে মানুষ সৃষ্টি

করার কারণ কি? মানুষ ভাল কাজ করবে ও মাঝে মাঝে ভুলত্রুটি করবে। এ ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাবে। এটা আল্লাহ্‌রই কামনা। দলিল-

١٨٧١ وعنه – رضي الله عنه – قال : قال رسولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ » . رواه مسلم

অর্থ: "যদি তোমরা একেবারে গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব খতম করে দেবেন এবং এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে। এরপর তারা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। (মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হাদীস নং ২৭৪৯)

কোন ব্যক্তিকে গুনাহগার হিসেবে ধরা হয় না

যে ব্যক্তি অধিকাংশ সময় ইস্তিগফার করে থাকে, যে বরাবর গুনাহ করলে তাকে গুনাহকারী ধরা হয় না। দলিলঃ

عن مولى لأبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه قال :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " ما أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عادَ في اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً " قال الترمذي :.

অর্থ: "সে ব্যক্তি বরাবর গুনাহকারীদের মধ্যে গণ্য হয় না, যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করতে থাকে, যদিও সে দিনের মধ্যে ৭০ বার গুনাহ করুক না কেন? (তিরমিযি, আবু দাউদ)

আল্লাহ্ কোন আমলনামা পছন্দ করেন

যার আমলনামার শুরুতে ইস্তিগফার এবং আমলনামার শেষে ইস্তিগফার রয়েছে ও মাঝে গুনাহ লিখা আছে, এমন আমলনামার গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করেন। দলিল-

أول الصحيفة، وفي آخرها استغفاراً إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة"

অর্থ: "যে আমলনামার শুরুতে ইস্তগফার ও শেষে ইস্তিগফারের মাঝে যা কিছু গুনাহের কথা আছে, তা সবই ক্ষমা করা হবে।(সূত্রঃতাফসীর ইবনে কাছির,৫ম অধ্যায়, বাযযার)

নামাযের মাঝে ফাঁকা কেন?

এক ওয়াক্ত নামায থেকে অপর ওয়াক্ত নামাযের মাঝে ফাঁকা রাখা হয়েছে এজন্য যে, বান্দা ভুলক্রমে গুনাহ্ করতে পারে, যে ওয়াক্তে গুনাহ্ করবে, পরের ওয়াক্ত নামায নামায পড়লে আল্লাহ্ মাঝের গুনাহ মাফ করবেন।

দলিলঃ

الصلوات خمس مكفرات لما بينهن

এক শুক্রবার থেকে অপর শুক্রবারের মাঝে ফাঁকা কেন?

বান্দাহ ভুলেরকারণেঃ গুনাহ করতে পারে, সে জন্য আল্লাহ্ গুনাহ মাফের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। যদি কেহ এক শুক্রবার নামায পড়ে মাঝখানে কোন গুনাহ করে, তখন পরবর্তী শুক্রবার নামায আদায় করলে মাঝখানের গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। দলিল- و الجمعة الى الجمعة

অর্থ: "এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার এর মাঝের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। সে জন্য মাঝখানে ফাঁকা রেখেছেন।

এক রমযান থেকে অপর রমযান ফাঁকা কেন

গুনাহগার বান্দাহকে জান্নাতে নেয়ার জন্য আল্লাহ্ এক রমযান থেকে আরেক রমযানের মাঝে ফাঁকা রেখেছেন এ জন্য যে, মাঝে বান্দাহ ভুলক্রমে গুনাহ করতে পারে, তাই পরবর্তী রমযানে মাফও নিতে পারে। এজন্য সুযোগ দিয়েছেন এবং ফাঁকা রেখেছেন।

আল্লাহ্ বলেন- ان الحسنت يذهبن السيأت-

অর্থ: " নিশ্চয়ই নেককাজ পাপকে দূর করে।" (সূরা হুদ-১১৪)
অতএব, ইবাতাদের মাধ্যমে গুনাহ সগীরা বা ছোট গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু বড় গুনাহের জন্য তাওবা শর্ত। তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।

কিরামান কাতেবীন ফেরেশতার আগমন

নবী করীম সা. বলেছেন-

قَالَ : " رُفِع الْقَلَم عَن : الصبيّ حَتَّى يبلغ ، (١٦٣) وَرَوَى البُخَارِيّ

(বুখারী হা/১৬৩)
অর্থ: "পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত পাপ লিখা হয় না।" (আহমদ)

পূর্ণ বয়স্ক কখন হয়

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم ، عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ

(হাদীস নং ৪৭২২)
অর্থ: বালেগ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের পাপ লিখা হয় না, পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পাপ লিখা হয় না এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয় পর্যন্ত পাপ লিখা হয় না। অন্য হাদিসে নবী করীম (সা.) বলেছেন-"স্বপ্নদোষ না হওয়া পর্যন্ত বালেগ হয়না আর বালেগ না হলে পাপ লিখা হয় না।" (আহমদ)
এ সম্পর্কে অন্য হাদিসে রাসূল সাঃ বলেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يفيق والصبي حتى يعقل أو يحتلم وقال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق

(বায়হাকী, ২১৫৭)

অর্থ: ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত যে রাসূল সা: বলেছেন: তিন ব্যক্তির পাপ লিখা হয় না, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত, এবং শিশু বুঝমান হওয়া পর্যন্ত বা স্বপ্ন দোষ না হওয়া পর্যন্ত। এ সম্পর্কে অন্য হাদিসে রাসূল সা: বলেছেন:

(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ (وفي رواية : وعن المجنون (وفي لفظ : المعتوه) حتى يعقل أو يفيق) وعن الصبي حتى يكبر(وفي رواية : حتى يحتلم) رواه أبو داود (٤٣٩٨) والسياق له والنسائي (٢ / ١٠٠)

অর্থ: তিন ব্যক্তির পাপ লিখা হয় না। ১। ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। ২। পাগল ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। ৩। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত।

স্বপ্নদোষ কখন হয়

মিশকাতুল মাসাবীহ باب بلوغ الصغيرএর অধ্যায়ে টিকায় লিখা আছে ছেলের ক্ষেত্রে-

وقت بلوغ الغلام اثنى عشرة بالاحتلام والانزال

অর্থঃ ছেলে বার বছর বয়সে স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাতের মাধ্যমে বালেগ হয়। মেয়ের ক্ষেত্রে-

وقت بلوغ الجاريه تسع سنين باحائض والاحتلام

অর্থ: "মেয়ে ৯ বছর বয়সে ঋতুস্রাব ও স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বালেগা হয়।"এতে বুঝাযায়, ছেলে ১২ বছর বয়সে বালেগ হয় এবং মেয়ে ৯ বছর বয়সে বালেগা হয়। আর বালেগ হওয়ায় সময় সম্মানিত লেখক ফেরেশত

তথা কিরামন কাতিবীন মানুষের কাছে আগমন করে এবং আমলনামা লিখতে শুরু করেন।

আমলনামা শুরু হয় কখন

ছেলের বয়স যখন ১২ বছর এবং মেয়ের বয়স যখন ৯ বছর তখন আমলনামা চালু হয় । (সূত্রঃ মিশকাত হাশিয়া) এ সময়ে কিরামান কাতেবীন ফেরেশতা এসে মানুষের কাধে বসেন এবং পাপ, পূণ্য লিখতে শুরু করেন।

মানুষের ইন্তিকাল হলে কিরামান কাতেবীন কোথায় যান

মানুষ যখন ইন্তিকাল করে, তখন কিরামান কাতেবীন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান এবং বলেছেন, আমাদেরকে আকাশে জায়গা দিন। আল্লাহ্ বলেন- আকাশে কোন জায়গা নেই। তখন তারা বলবেন, জমিনে ঘোরাফিরা করার সুযোগ দিন। আল্লাহ্ বলবেন, জমিনে কোন জায়গা নেই। প্রত্যেক মানুষের জন্য ৩৬০ জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, মানুষের কাছে ফিরে যাও এবং আমলনামায় তিন ধরনের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাক। কিরামন কাতেবীন তখন মৃত্যু ব্যক্তির কাছে যাবে এবং আমলনামায় তিন ধরনের সওয়াব লিখতে থাকবেন।**দলিল-মহানবী সাঃ বলেছেনঃ**

"إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَة أَوَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" .

অর্থঃ মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি সওয়াব পেতে থাকবে। যথা-

১. সদকার সওয়াব
২. উপকারী ইলমের সওয়াব্
৩. নেক সন্তানের দোয়া।

এ তিন প্রকারের সওয়াব লিখতে থাকবেন এবং নেক বান্দার জন্য কিরামান কাতেবীন ফেরেশতারা তাসবীহ তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে

থাকবেন এবং এর সাওয়াব আমলনামায় লিখতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। (তাফসীরে কবীর)

রুহ দুই প্রকার-

১. রুহে উলুভী বা উর্ধ্ব জগতের আত্মা

২. রুহে সিফলী বা অধঃজগতের আত্মা

মানুষের প্রাণ সাত আসমানের ওপরে থাকে। কখনও নিচে আসে না। মানব দেহে আসল প্রাণ প্রবেশ করে না। এখান থেকে একটি প্রতিচ্ছবি মানব দেহে প্রবেশ করে। মানবদেহে যে প্রতিচ্ছবি প্রবেশ করে তা আধঃজগতের আত্মা বলে।

রুহ হল আত্মার নাম। নফস হল প্রবৃত্তির নাম। রুহের অর্থ আত্মা, জীবনিশক্তি। নফসের অর্থ মন, ইচ্ছাশক্তি । (তাফসীরে মাযহারী)।

রুহ কোথায় ছিল

আলমে আরওযাহাতে বা রুহের জগতে রুহ ছিল। এটি সপ্তম আকাশের ওপর।

কখন দুনিয়াতে আসল

মাতৃগর্ভে ৪ মাস বয়স হলে বা ১২০ দিন হলে রুহ মায়ের গর্ভে আসে। মানবের এ দেহ পরিচালনা করার জন্য।

আজরাইল রুহ নিয়ে কোথায় যান

মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে আজরাইল মানুষের কাছে আসেন। এবং রুহ নিয়ে যান, যেখানে মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা হবে, সেখানে রুহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা হলে রুহ আবার ঢুকিয়ে দিয়ে আজরাইল চলে যান।

দেহ কোথায় দাফন হবে

আরহাম নামক ফেরেশতা যেখান থেকে মাটি এনে মাতৃগর্ভে মিশ্রিত করেছেন, সেখানে তাকে দাফন করা হবে। (সূরা ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

কিভাবে আমলনামা লিখা হবে

মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা হলে রুম্মান নামক একজন ফেরেশতা এসে ওঠাবেন এবং বলবেন, তুমি জীবনে যা করেছ তা লিখ। আমি কিভাবে লিখব? তখন রুম্মান ফিরিশতা বলবেন, তোমার জীবনের আমল ভিডিও করে রাখা হয়েছে, তা দেখবে এবং লিখবে।

আল্লাহ্ বলেন-

كقوله تعالى: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ}الآية[٤١/٢٥]

অর্থ: "আমি তাদের জন্য দু'জন সঙ্গী বা ভিডিও ম্যান নির্ধারণ করেছি, এরপর তাদের সামনে ও পিছনে তারা পর্যবেক্ষণ করে।" (সূরা হা-মীম সাজাদা-২৫)

ভিডিও ঘুরতে থাকবে এবং মৃতু ব্যক্তি দেখতে থাকবে। আল্লাহ্ বলেন-

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عاليك حسيبا

অর্থ: "তোমার কিতাব পড়, তোমার হিসাবের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ঠ।" (সূরা বনী ইসরাইল- ১৩)

ভিডিও দেখে তার মনে পড়বে, কার কি চুরি করেছে এবং কার অন্যায় করেছে। চিত্রসহ সে দেখতে পাবে। আর সে লিখতে থাকবে।

আল্লাহ্ বলেন- وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه

অর্থ: "সে লিখিত আমলনামা প্রত্যেকের গদানে ঝুলিয়ে রাখা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল) এরপর রুম্মান ফেরেশতা আমলনামা গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। এরপর মুনকার ও নাকীর প্রশ্ন করার জন্য আসবেন। প্রশ্ন করার পর তারা চলে যাবে।

কবর থেকে রূহ কোথায় যায়

কবর থেকে রুহ আলমে বারযাখে যায়। আল্লাহ্ বলেন-

ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون

অর্থ: "কিয়ামত পর্যন্ত রূহ বারযাখে থাকবে।" (সূরা মু'মিনুন-১০০) নেক্কার বান্দার রুহ ইল্লিনে থাকে, আর এটি সপ্তম আকাশের ওপরে অবস্থিত। ইল্লিন হল নেক বান্দার রূহ থাকার স্থান। খারাপ বান্দার রূহ সিজ্জিনে থাকে, আর এটি সপ্তম জমিনের নিচে জাহান্নামের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। সিজ্জিন হল খারাপ লোকের রুহ থাকার স্থান। রূহ কিয়ামত পর্যন্ত বারযাখে থাকবে।

বারযাখ থেকে রুহ কোথায় যাবে

ইসরাফিল আ. দু'টি ফুৎকার দেবেন। শেষ ফুৎকারেরর সময় রুহ আবার দেহে ঢুকে হাশরের মাঠে ওঠবে। হাশরের মাঠে হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার পর জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে। তখন দেহ পরিবর্তন করা হবে। জান্নাতের গেট বরাবর 'চিরস্থায়ী জীবন' নামক একটি নহরে ডুব দেওয়ার পর ৫ জন নবীর বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক জান্নাতীকে দেয়া হবে।

১. আদম আ.-এর মত ৬০ হাত লম্বা হবে।

২. ঈসা আ. এর মত ৩৩ বছরের বয়স হবে।

৩. ইউসুফ আ. এর মত সৌন্দর্য দেয়া হবে।

৪. দাউদ আ. এর মত কণ্ঠস্বর দেয়া হবে।

৫. মহানবী সা. এর মত ভাষা আরবী হবে।

কতক্ষণ পর পাপ আমলনামায় লিখা হয়

মহানবী সা. বলেছেন-

অর্থ: হযরত উম্মে ইসমাহ আওসিয়াহ রা. বর্ণনা করেন যে, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান গুনাহ করে তখন যে ফেরেশতা গুনাহ লিখার ওপর নিযুক্ত আছেন তিনি সে গুনাহ লিখিতে তিন মুহূর্ত অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য থেমে যান। যদি সে এ তিন মুহূর্তের কোন সময়ে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নিজের সে গুনাহের জন্য মাফ চেয়ে নেয় তাহলে এ ফেরেশতা আখেরাতে তাকে সে গুনাহের ব্যাপারে জানাবে না এবং

কিয়ামতের দিন সে গুনাহের কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

মহানবী সা. বলেছেন,

ان أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسئ فإن ندم وإستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة

অর্থঃ হযরত আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ছয় মুহূর্ত গুনাহ লিখা থেকে কলমকে ওঠিয়ে রাখে। এরপর যদি এ গুনাহগার বান্দা লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গুনাহের জন্য মাফ চেয়ে নেয় তাহলে ফেরেশতা সে গুনাহকে লিখে না। নতুবা একটি গুনাহ লিখে দেয়া হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

পাপ করার কতক্ষণ পর লিখেন

মহানবী সা. বলেছেন,

إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات – محتمل ان تكون السعة الفلكية المعروفة او هى المدو اليسيرة من الليل او النهار من اسان العرب عن العبد المسلم المحطى المسى فان ندم واستغفر منها القاهاعنه (رواة الطبرانى فى الكبير والليهقى فى شعب اليمان –

অর্থঃ "নিশ্চয়ই বাম কাঁধের ফেরেশতা গুনাহে লিপ্ত মুসলমান বান্দার ওপর থেকে গুনাহ লিখতে গিয়ে ছয়ঘন্টা কলম তুলে রাখেন, অথবা রাত বা দিনের সামান্য সময় উদ্দেশ্য থেকে পারে এরপর সে যদি লজ্জিত হয় এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় তাহলে ফেরেশতা তা ফেলে দেন, গুনাহ

লিখেন না। আর এমন না হলে একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন।" (আল-মুজমুল-কবীর, ৮/১৮৫, শুআবুল ঈমান, ৫/৩৯১)

৩ প্রকারের গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন না

১. শিরকের গুনাহ

২. ঋণের গুনাহ

৩. বান্দার হক

মানুষের হক সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন-

من كانت عنده مظلمة من اخيه من عرض ومال و فليتحلله من صاحبه قبل ان يؤخذ منه يوم لا يكون دينار ولا درهم فان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يمن له اخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه

অর্থ: "কারো উপর তার ভাইয়ের সম্মান বা সম্পদ সংক্রান্ত কোন দাবী যদি থাকে সে যেন দুনিয়াতেই তা থেকে মুক্তি লাভ করে। দিনের পূর্বে যে দিন অন্যায়ের সমপরিমাণ নেকী তাঁর ভাইয়ের জন্য কেটে নেয়া হবে, যে দিন না থাকবে কোন সোনার মুদ্রা, না থাকবে রূপার মুদ্রা। যদি তার নেক আমল থাকে তাহলে জুলুমের পরিমাণ নেক আমল নিয়ে তার ভাইকে দেয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে তাহলে তার সে ভাইয়ের পাপ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (শরহে সুন্নাহ-৬৩৯০)

অর্থ: রাসূল সা. বলেছেন, "নিশ্চয়ই দুনিয়ায় চার প্রকারের লোক রয়েছে, এক আল্লাহ্র সে বান্দা যাকে তিনি সম্পদ ও ইলম দান করেছেন, যে এগুলোর হক্বের ক্ষেত্রে প্রভুকে ভয় করে, আত্মীয়তার হক্ব এবং আল্লাহ্র হক্ব বজায় রাখে। এ ব্যক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। আরেক বান্দা যাকে আল্লাহ্ ইলম দান করেছেন কিন্তু মাল দান করেন নি, তাহলে তার নিয়ত সঠিক, সে বলেঃ যদি আমার মাল থাকত তাহলে আমি সে

সমস্ত নেক কাজ করতাম, সে তার নিয়ত অনুযায়ী পূণ্যের অধিকারী হবে। এদের দুর্জনের প্রতিদান সমান। আরেক বান্দা যাকে আল্লাহ্ মাল দিয়েছেন কিন্তু ইলম দান করেন নি, সে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে মালের অপব্যবহার করে, মালের হক্ক আদায়ের ক্ষেত্রে খোদাকে ভয় করে নাম আত্মীয়তা বজায় রাখে না, এবং এতে আল্লাহ্র কোন হক্ক রয়েছে বলে জানে না, এ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট আসনে রয়েছে। আরেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ মাল ইলম কোনটাই দেন নি, তাহলে সে বলে, যদি আমার মাল থাকত তাহলে আমি অমুকের ৩য় ব্যক্তি ন্যায় কাজ করতাম, তাহলে সে তার নিয়ত অনুযায়ী পাপের অধিকারী হবে। এ দুই ব্যক্তির পাপ সমান।"

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [قٓ:١٨]

অর্থ: "যে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।"

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

অর্থ: "তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।"

(সূরা কাহাফ-৪৯)

মহানবী সা. বলেছেন,

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

অর্থঃ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসুল সা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য ইস্তিগফার ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক মু'মিন নারী-পুরুষের বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখবেন। (তাবরানী)

মা বাবার সেবা করেনি, এমন অবাধ্য ছেলের জন্য দায়িত্ব হচ্ছে

মহানবী সা. বলেছেন,

অর্থঃ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করে অথবা তাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাদের জীবনকালে সন্তান তাদের অবাধ্য ছিল, তাদের কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ এবং ইস্তিগফার করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারী হিসেবে লিখবেন। (মিশকাত)

তাওবার জলন্ত কাহিনী

মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي مُوسَىَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيْلِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النّهَارِ. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللّيْلِ. حَتّىَ تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا".

অর্থঃ হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করছেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা রাতের বেলায় মাগফিরাতের হাত সম্প্রসারিত করেন, যারা দিনে গুনাহ করেছ তাদের তাওবা কবুল করার জন্য। তদ্রুপ দিনে মাগফিরাতের হাত সম্প্রসারিত করেন, যারা রাত ভর গুনাহে লিপ্ত ছিল তাদের তাওবা কবুল করার জন্য। পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত প্রতি রাত দিন এমনই থেকে থাকবে। (সূত্রঃ নাসায়ী-মুসলিম,তাফসীরুল আদল,দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রঃ ৩০১)

এতে বুঝা যায় যে,

এ হাসীসে বলা হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কেউ যদি তাওবা করে তাহলে তার তাওবা কবুল হবে। এর মর্মার্থ হলঃ কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে একটি হল, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া। এর পূর্বেই গুনাহগারকে তার কৃতগুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় শুরু হলে তাওবা কবুল হবে না।

তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা সব দেবেন

আল্লাহ্ বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ (١١)

অর্থ: আর বলেছি! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমার আবেদন কর। তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি প্রবাহিত করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন। (সূরা নূহঃ ১০-১১)

একটি তাওবার ঘটনা

মহান সাহাবী মারসাদ বিন আবী মারসাদ আল গানাবী আল ফিদায়ীর ঘটনা। যিনি গোপনে দুর্বল মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় পলায়নে সাহায্য করতেন। তাকে বলা হত 'মারসাদ বিন অবী মারসাদ' । তিনি মক্কা থেকে বন্দীদের নিয়ে মদীনায় যেতেন। বর্ণনাকারী বলেছেন,

মক্কায় এক ব্যভিচারিনী মহিলা ছিল, যাকে 'আনাক্ব' বলে ডাকা হত। সে মারসাদের বান্ধবী ছিল। তিনি মক্কার এক বন্দি ব্যক্তির সাথে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। মারসাদ বলেছেন, আমি এলাম এবং চাঁদনী রাতে মক্কার কোন এক দেয়ালের পাশে আমার ছায়ার কালো রং দেখে। সে আমার কাছে এলে আমাকে চিনে ফেলে। এসে বলেঃ হে

তাঁবুবাসী, এ লোকটি তোমাদের বন্দীদের নিয়ে যায়। মারসাদ বলেছেন, ইতোমধ্যে আটজন আমার পিছু নিয়েছে। আমি খান্দামাহ নামক স্থানে খান্দামাহ মক্কার এক প্রবেশপথে প্রসিদ্ধ পাহাড় চলে গিয়ে একটি গর্ত বা পর্বতগুহায় উপনীত হলাম। আমি সেখানে প্রবেশ করেছি। তারা এসে আমার মাথার ওপর দন্ডায়মান হল, আর আল্লাহ্ তাদেরকে আমার থেকে অন্ধ করে দেন। এরপর তারা চলে যায় এবং আমি আমার সঙ্গীর কাছে চলে এলাম। তাকে বহন করেছি। সে ভারী ছিল। আমি ইযখিরে পৌছে তার বেড়ি অর্থাৎ শিকল খুলে দেই। আমি তাকে বহন করছি আর সে আমাকে ক্লান্ত করছে। এভাবেই আমি মদিনায় পৌছি। এরপর রাসূল সা. এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল. আমি কি আনাক্ব কে শাদী করব? একথা দু'বার বলেছি। রাসূল সা. আমার কথা শুনে থেমে যান। কোন উত্তর দেননি। ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হয়

(২) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে" ।(সূরা নূর-৩)

অর্থ: অতএব রাসূল সা. বললেন-" হে মারসাদ ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা মুশরিকা নারী ছাড়া বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারি বা মুশরিক পুরুষ ব্যতিত কেহ বিবাহ করে না।" তাই তুমি তাকে বিবাহ করবে না। (তিরমিযি-৩৫৩৮,আবী দাউদ-১৭৯০)

মহানবী সা. বলেছেন,

جاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : يا رسول الله

، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها

، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك ، فافعل بي ما شئت ، فلم يقل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيئًا ، فذهب الرجل ، فقال عمر : لقد ستر الله عليه ولو ستر على نفسه ، فأتبعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم قال : « ردوه عليَّ » فردوه ، فقرأ عليه : ؟ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ؟ [هود (١١٤)] .

অর্থ: "ইবেন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর কাছে এসে বলেঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি একজন মহিলাকে বাগানে পেয়ে তাস সাথে সহবাস ব্যতিত সবকিছু করেছি। তাকে চুমো দিয়েছি এবং জড়িয়ে ধরেছি। এছাড়া অন্য কিছু করিনি। তাই আপনি আমার ওপর যে শাস্তি প্রয়োগের ইচ্ছা করেন তাই করুন। রাসূল সা. তাকে কিছু বললেন না। তাই সে চলে যায়। অতএব ওমর রা. বললেন, আল্লাহ্ তার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলেন, যদি সে নিজেকে গোপন করে রাখত। অতএব রাসূল সা. তার দিকে দৃষ্টি রাখলেন, এরপর বললেন, তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তাকে ফিরিয়ে আনা হলে রাসূল সা. আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ "দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর, নিশ্চয়ই পূণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়। যারা স্বরণ রাখে তাদের জন্য এটি একটি মাহ স্মারক। (সূরা হুদ-১১৪)

অতএব মুয়ায রা. বলেছেন, একটি বর্ণনায় ওমর রা. বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (এ সু-সংবাদ) শুধু কি তার জন্য? না কি সব মানুষের জন্য? রাসূল সা. বললেনঃ সকল মানুষের জন্য। (মুসনাদে আহমদ- ৪২৯০, রিয়াদুস সালেহীন- ১০৪৪)

তাওবার হৃদয় বিদারক ঘটনা

"মা'য়েয বিন মালেক আল আসলামী রাসূল সা. এর কাছে এসে বললেন: হে রাসূল, আমি নিজের ওপর অবিচার করেছি এবং যিনা করেছি, আমি চাই আপনি আমাক পবিত্র করবেন। রাসূল সা. তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি পরদিন আবার এসে বললেন হে রাসূল, আমি যিনা করেছি, রাসূল সা. তাকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেন । এরপর রাসূল সা. তার গোত্রের কাছে লোক পাঠালেন, তিনি এসে জিজ্ঞেসা করলেন, তোমরা কি তার বুদ্ধিতে কোন সমস্যা আছে বলে মনে কর? তোমরা কি তাকে সুস্থ্য মনে কর? তারা বললেন, আমরা তাকে পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বলেই জানি, আমাদের মাঝে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখি। মা'য়েয তৃতীয়বার এলেন। রাসূল সা. আবারো তাদের কাছে মানুষ পাঠালেন। এসে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলেন। তারা বললেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। তার বুদ্ধিতেও কোন অসুবিধা নেই। এরপর যখন চতুর্থবার এলেন, রাসূল সা. তার জন্য একটি গর্ত করলেন, অতঃপর তাকে গর্তে ফেলার আদেশ দেন, এবং তাকে রজম (পাথর দ্বারা মৃত্যু কার্যকর করার দণ্ডবিধি) করা হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, এ ঘটনার পর গামিদিয়্যা এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি যিনা করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন, রাসূল সা. ফিরিয়ে দিলেন। এরপর পরদিন তিনি আবার এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন? আপনি হয়ত আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যেভাবে মায়েযকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম আমি গর্ভবতী । রাসূল সা. বললেন, তাহলে এখন নয়, তুমি যাও, গিয়ে বাচ্চা প্রসব কর। বর্ণনাকারী বলেছেন, যখন সে বাচ্চা প্রসব করেছে একটি কাপড়ের টুকরায় করে তাকে নিয়ে রাসূলের কাছে এসে বলে এ বাচ্চা যাকে আমি জন্ম দিয়েছি। রাসূল সা. বললেন. এখন যাও , গিয়ে তাকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দুধ পান করাও। এরপর যখন সে বাচ্চাকে দুধ ছাড়িয়েছে, বাচ্চাকে নিয়ে রাসূল সা. এর কাছে এল , সে সময় বাচ্চার

হাতে একটি রুটির টুকরো ছিল, এসে বলে, হে রাসূল একে আমি দুধ ছাড়িয়েছি, সে এখন খাবার খেতে শিখেছে। তখন রাসূল সা. বাচ্চাটিকে একজন মুসলমান ব্যক্তির কাছে দেন এবং তাকে রজমের আদেশ করেন, তার বুক পর্যন্ত গর্ত করা হল, এরপর লোকদেরকে পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ করেন। সবাই পাথর মারে। এসময় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ একটি পাথর নিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করলে রক্তের ছিটা এসে খালেদের চেহারায় লেগে যায়, তাই তিনি তাকে গালি দেন। রাসূল সা. খালেদকে গালি দিতে শুনে বলেছেন, খালেদ থাম! কসম ঐ সে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, সে এমন তাওবা করেছে যদি তা খাজনা উসুলকারীও করত তাকে ক্ষমা করে দয়া হত। এরপর তার জানাযা পড়ার আদেশ দেন, তার জানাযা পড়া হল এবং দাফন করে দেয়া হল। (মুসলিম- -৪৫২৭,আবী দাউদ-৪৪৪৪)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এরপর ওমর রা. বলেন হে রাসূল, আপনি তাকে রজম করেছেন আবার তার জানাযা নামায পড়েছেন! তখন রাসুল সা. বললেন, সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা সত্তর জন মদীনাবাসির মাঝে ভাগ করা হয় এরপরও তা যথেষ্ঠ হবে। সে আল্লাহ্‌র জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তুমি কি এর চেয়ে উত্তম কোন তাওবা পেয়েছ? আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। (সুনানুত, তিরমিযি-১৪৩৫)

তাওবার সালাতের বর্ণনা

মহানবী সা. বলেছেন-

وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥

অর্থ: "আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে এরপর সে দণ্ডয়মান হয় এবং অযু করে, এরপর দুই রাকাত সালাত আদায় করে এরপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমার আবেদন করে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। হাদীসটি সুনানের ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, সাহিহুত তারগীব ওয়াত তারহীব:১/২৮৪ এরপর তিনি রাসূল সা. এ আয়াতটি পাঠ করেন "আর তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে নিজের ওপর অবিচার করে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমার আবেদনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া কে গুনাহ মাফ করবে? আর তারা জানা অবস্থায় নিজ কৃতকর্ম করতে থাকে না। (আল ইমরান-১৩৫)

তাওবার করুণ ঘটনা

মহানবী সা. বলেছেন,

فهل أسلمت أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك :

رسوله قال : نعم قال : الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى

অর্থ: "আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আবু ত্বাবীল শাতব আল মামদুদ থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি নবীজী সা. এর কাছে এলেন, অন্য সূত্রে রয়েছে, এক অতিবৃদ্ধ যার ভ্রু চোখের ওপর পরেছে একটি লাঠিতে ভর করে এসে নবীজী সা, এর সামনে দণ্ডায়মান হলেন। এরপর জিজ্ঞেসা করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে সব গুনাহ করেছে, কোন গুনাহই বাদ দেয়নি, ছোট বড় এমন কোন গুনাহ নেই যা সে করেনি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এমন কোন গুনাহ নেই যা তার ডান হাত করেনি। যদি তার পাপ ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয় তাহলে এ পাপ তাদের কে ধ্বংস করে দেবে। লোকটির কি তাওবার কোন সুযোগ আছে? রাসূল সা. বললেন, তুমি কি

ইসলাম গ্রহণ করেছ? সে বলে: আমি স্বাক্ষী দেই যে আল্লাহ্ ব্যতিত কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূল সা. বললেন, তুমি ভাল কাজ করবে, মন্দ কাজ ছেড়ে দেবে, তাহলে আল্লাহ্ তোমার সব মন্দ কাজ গুলোকে পূণ্য হিসেবে গণ্য করে নেবেন। সে বলে: আমার প্রতারণা এবং মিথ্যাবাদিতাও ? রাসূল সা. বললেন: আপনার পিছনে লেগে থাকবে এবং চেষ্টা করবে যে কোন ভাবে আপনাকে পূর্বের ভ্রান্ত পথে ফিরিয়ে নিতে।

আমার সাথে কোন একজন তার তাওবার পরের ঘটনা বর্ণনা করে যে, "তার এক অসৎ সঙ্গীনি ছিল, সে তার গাড়ির চালককে তার পিছনে গাড়ি চালাতে বলত এবং গাড়ির জানালা দিয়ে তাকে সম্বোধন করত। অথচ ছেলেটি তার রাস্তা দিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে।" এখানেই প্রতিফলিত হয় কুরআনের আয়াত যে আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে "আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। (বুখারী-৪৪২২)

তাওবার জলন্ত প্রমাণ

মহানবী সা. বলেন-

وروى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أَنَس بْن مَالِكٍ (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : (قَالَ الله : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً) (٢٢٨) .

অর্থ: "হে আদম সন্তান, তুমি আমার কাছে যতক্ষণ চাও এবং আশা কর আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তোমার থেকে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করতে

আমার কোন পরোয়া নেই। হে আদম-সন্তান, যদি তোমার গুনাহ্ আকাশ সীমা পৌঁছে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমার আবেদন কর আমি তোমাকে ক্ষমা করি। এতে আমার কোন পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ্ কর, এরপর আমার সাথে কাউকে শরীক না বানিয়ে আমার কাছে এস, তাহলে সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হই।

আল্লাহ্র দয়া কতটুকু

কোন এক সৎ মানুষ একটি রাস্তায় চলছিল। পথে সে একটি দরজা খোলা দেখতে পেল। সে দরজা থেকে একটি বাচ্চা বের হল, বাচ্চাটি সাহায্য চাচ্ছে ও কাঁদছে এবং তার মা তাকে পিছন থেকে তাড়াচ্ছে। এমনকি ছেলেটি বেরিয়ে পড়ে মা তার মুখোমুখি দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। বাচ্চাটি সামান্য দূরে চলে যায়। এরপর চিন্তা করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যে ঘর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এ ঘর ছাড়া সে কোন আশ্রয়ের জায়গা পেল না এবং তার মা ছাড়া কোন আশ্রয়দাতা পেল না। ফলে সে চিন্তিত ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এল। এসে দরজা বন্ধ পেল। তাই দরজাকে পালিশ বানিয়ে গাল দরজার চৌকাঠে রেখে দেয় এবং তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। একটু পরে তার মা বের হল। বের হয়ে যখন তার ছেলেকে এ অবস্থায় দেখে নিজেকে আটকে রাখতে না পেরে ছেলের ওপর পড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিয়ে কাদতে কাদতে বলে হে পুত্র, তুই আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলি। আমি ছাড়া তোকে কে আশ্রয় দেবে? আমি কি তোকে বলিনি, আমার কথা অমান্য করিস না? তোর ওপর যে দয়া ও স্নেহ দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এর বিপরীত আমি তোকে শাস্তি দিতে বাধ্য করিস না। এরপর মা তাকে ধরে এবং ঘরে প্রবেশ করে।"

অথচ রাসূল সা. বলেছেন,

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا .

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ওপর এর চেয়ে বেশি দয়াবান।"(সহীহ মুসলিম-৭১৫৪)

অর্থ: "বান্দা যখন আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করে তখন তিনি তার ওপর ঐ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন যে পৃথিবীর কোন মরুভূমিতে সফররত ছিল। এ সময়ে সে এক তৃণপানিশূন্য বিরানভূমিতে অবতরণ করে। সাথে রয়েছে তার বাহন যার উপর তার খাবার ও পানীয় রয়েছে। এরপর সে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রায় নেয় এবং তার মাথা গাছে রেখে নিচেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর সে জাগ্রত হল তখন দেখে তার বাহনজন্তু চলে গিয়েছে। সে তার সন্ধান করতে একটি উচুঁ স্থানে এসে চড়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এরপর আরেকটি উচুঁস্থানে এসে চড়ে তবুও কিছু দেখতে পেলনা। এমনকি যখন তাকে প্রচণ্ড গরম ও পিপাসায় পেল সে বলে: আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব নতুবা মারা যাব। সে তার বাহনজন্তু থেকে নিরাশ হয়ে গাছটির নিচে এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। এক সময় সে তার মাথা ওঠালে হঠাৎ দেখে তার বাহনজন্তুটি তার কাছ দাড়ানো, সে তার নাকে রশি টানছে, বাহনের ওপর তার পাথেয় খাবার ও পানীয় রয়েছে। অতএব সে তার লাগামটি ধরে নেয়। আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় এ ব্যক্তির বাহন ও পাথেয় পাওয়া থেকে বেশি খুশি হন।" কয়েকটি সহীহ বর্ণনার সমষ্টি, দেখুন তারতীবু সহীহিল জামি-৪/৩৬৮
(সহীহুল বুখারী-৫৯৪৯, সহীহুল মুসলিম- ৭১৩১)

জাহান্নাম থেকে বাচাঁর জন্য চাল

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ

অর্থঃ আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, বনী ইসরাইলের একটি লোক নিজের ওপর অনেক যুলুম করেছিল। মৃত্যুর সময় তার সন্তানদেরকে অসীয়ত করে: আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে। এরপর পিসে গুড়ো করবে, এরপর তা বাতাসে ওড়িয়ে দেবে; আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার রব আমাকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে পেয়ে যান তাহলে এমন আযাব দেবেন যা গোটা জগতের আর কাউকে দেননি। এরপর সে যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার জন্য তাই করা হল কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ভূ-গর্ভকে নির্দেশ দেন: তোমার মধ্যে এর যা যা ছাই ভস্ম রয়েছে সব জমা কর। যমীন তা করে দেয় । এরপর সে দাড়াঁনো অবস্থায় আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে জবাবে বলেঃ হে আমার রব! তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী হাদীস নং ৩৪৮১)

অভাব কেন আসে এবং তা দূর করার উপায় আমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালাকে বলি, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

অর্থ: আমাদেরকে সঠিক সরল পথ দেখাও।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা ইয়াসিনে জবাব দেন,

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)

অর্থ: আমার ইবাদত কর, এটাই সহজ সরল পথ। (সূরা ইয়াসিন, আয়াত-৬১)

অর্থাৎ আমার নামাজ আদায় কর। আসমানের নীচে ও জমিনের ওপরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামাজ। নামাজ পড়ে কি লাভ হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

অর্থ: আমার ইবাদত কর, তাহলে ক্ষুধার্ত হলে খাবার দিব (সূরা কুরাইশ)। শুধু নামায পড়লেই আল্লাহ্ খাবার ঘরে পৌছিয়ে দেবে কি? নামায হল রিজিকের বন্টন ও মাধ্যম। রিজিকের বন্টন হয়েছে, তা কোথায় পাব? আল্লাহ্ জবাব দেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

অর্থ: নামায শেষ হলে যমিনে ছড়িয়ে পড়। ''রিজিক তালাশ করার জন্য। (সূরা জুমআ, আয়াত- ১০) যমিনে কোথায় রিজিক আছে? কৃষি কাজে, ব্যবসা বাণিজ্যে, চাকুরী, তাহলে ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ্‌র বরকত ৯টি এবং পৃথিবীর অন্যান্য কাজে ১টি বরকত রয়েছে। দলিল- মহানবী সা. বলেছেন,

تِسْعَةُ أعْشارِ الرِّزْقِ في التِّجارَةِ

অর্থ: আল্লাহ্‌র বরকতের ১০টি অংশ রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি ব্যবসায় এবং ১টি অন্যান্য কাজে রয়েছে। (ফাতহুল কাবীর, ৫৩৬২, জামে ছগীর- ৩২৯৬)

(১) যদি নামায বা ইবাদত না কর তা হলে গরীব হবে।

দলিল: মহানবী সা. বলেছেন,

إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أَمْلأْ صدرك غِنًى وَأَسُدَّ فقرك وإن لا تفعل ملأت يديك شُغْلا ولم أَسُدَّ فقرك (أحمد ، والترمذى – والحاكم عن أبى هريرة) ٧٣٢١

অর্থ: হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। আমি তোমার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দেব এবং দারিদ্রতা দূর করে দেব। আর যদি তা না কর তাহলে কর্মব্যস্ততা দ্বারা তোমার হাত ভরে দেব, আর দারিদ্রতাও দূর করব না। (সূত্র: তিরমিযি- ৮৪৭৩, মুসনাদ- ১৬/২৮৪)

অন্য স্থানে মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى ، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ، وَإِلا تَفْعَلْ مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। আমি তোমার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দেব এবং দারিদ্রতা দূর করে দেব। আর যদি তা না কর তাহলে কর্মব্যস্ততা দ্বারা তোমার হাত ভরে দেব, আর দারিদ্রতাও দূর করব না। (সূত্রঃ তিরমিযি- ৮৪৭৩, মুসনাদ- ১৬/২৮৪)يَا

(২) যদি ইবাদত না কর, তাহলে তোমরা গরীব হবে। দলীলঃ মহানবী সা. বলেছেন,

ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أملأ قلبك و أَمْلأ يَدَيْك رزقا لا تباعد ني فأملأ قَلْبَك فَقْرَا و أَمْلأ يَدَيْك شُغْلاً غِنًى

অর্থ: হে বনী আদম আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর বিনিময়ে আমি তোমার মনকে অভাবমুক্ত করে দেব, আর তোমাকে রিজিক দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব। হে বনী আদম! আমার থেকে দূরে সরে যেওনা, যদি যাও তাহলে আমি তোমাদের মনকে অভাবী করে দেব, আর কর্ম ব্যস্ততায় ভরে দেব। (মুসতাদরাক ৪/৩৬২)

এক হাদীসের মধ্যেও রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগকারীর জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে, আর যে, আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যাবে তার জন্য দুটি শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

পুরস্কার দুটি হচ্ছে-

(ক) মনকে অভাবমুক্ত করে দেয়া (খ) হাতকে রিজিক দ্বারা পরিপূর্ণ করা। শাস্তি দুটি হচ্ছে- (ক) মনকে অভাবী করে দেয়া (খ) হাতকে কর্ম ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া।

(৩) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

(٥٢٧٠) ((تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنَّهُما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوابٌ إلاَّ الجَنَّةَ)

অর্থ: তোমরা হজ্জ ও ওমরায় মুতাবায়াত একটির পর একটি কর। কারণ এ দুইটি অভাব ও গুনাহকে এমন ভাবে দূর করে দেয় যেমন লোহার মরিচাকে দুর করে দেয়। অনুরূপ সোনা-রূপাকেও পরিস্কার করে দেয়। আর হজ্জে মাবরুর কবুল হজ্জ বদলী বা প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। (সূত্র: ফাতহুল কাবীর- ৫২৭০)

ইমাম তীবীর: فإنَّهُما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সদকা যেভাবে মাল বৃদ্ধি করে অনুরূপ ভাবে হজ্জ ও ওমরা গুনাহ ও অভাবকে দূর করে।

ইমান নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সা. বলেছেন,

(٥٢٦٩) ((تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنَّهُما يَنْفِيانِ الذُّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ)

অর্থ: যারা নিজেদের গুনাহ এবং অভাব দূর করতে অধিক আগ্রহী তারা যেন হজ্জ ও ওমরা একটির পর একটি করে। (সূত্র: ফাতহুল কাবীর ৫২৬৯)

(৩) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার রিজিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে। (সূত্র: আবু দাউদ-১৬৯৫)

(৪) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার রিজিক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং আয়ূ বৃদ্ধি করা হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে। (সূত্র: বুখারী- ১৩৬০১)

মহানবী সা. বলেছেন, যারা পুরস্কার পেতে চায়, তারা যেন এর বিজ বোনে করে। তা হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে।

(৫) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ عَلِيٍّ، رَضِى اللَّه عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيُوَسَّعَ عَلَيْهُ فِى رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থঃ যে কামনা করে যে, তার আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হোক । রিজিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা হোক সে

যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে। (সূত্র: মুসনাদে আহমদ-২/২৯০)। এখানে আয়ু বৃদ্ধি, রিজিকের প্রশস্ততা এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা।

(৬) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ نُسِئَ لَهُ فِي عُمْرِهِ ، وَثَرَا مَالُهُ ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং ছিলায়ে রেহেম করে, তার বয়স বাড়িয়ে দেয়া হয়, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং স্বগোত্রিয় লোকেরা তাকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে। (আল আদাবুল মুফরাদ,আবি শাইবা-২৫৯০০)

(৭) দলীল: মহানবী সা. বলেছেন,

إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون (ابن حبان عن أبى بكرة)

অর্থঃ দ্রুত বিনিময় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বন্ধন হচ্ছে সব থেকে উত্তম আমল। এমনকি পাপাচার লোকদের অর্থ সম্পদও এ আমলের কারণে বৃদ্ধি পায়। যারা আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে তারা পরমুখাপেক্ষী হয় না। (সূত্র: জামেউল আহাদীস-৬০৮১)

(৮) দলীল: আল্লাহ্ বলেছেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থঃ যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে তবে তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম।

(সূরা আরাফ- ৯৬)। এখানে আসমান থেকে পানি এবং জমিন থেকে ফসল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি ঈমান ও আল্লাহ্কে ভয় করা হয়।

(৯) দলীলঃ আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

অর্থঃ যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করে,তাহলে তারা ওপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে খাবার খেতে। তাদের কিছু সংখ্যাক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (সূরা মায়িদা- ৬৬)। এখানে পায়ের নীচ থেকে খাদ্য এবং ওপর থেকে বলতে পানির কথা বলা হয়েছে।

(১০) দলীলঃ আল্লাহ্ বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

অর্থঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রবাহমান বৃষ্টি বর্ষন করবেন। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে বাগানসমূহ ও নহরসমূহ দান করবেন। (সূরা নূহ- ১০)

এখানে যা বলা হয়েছে তা হল- ইবাদত করার দ্বারা বৃষ্টি হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সন্তান হয় বাগান ফলে ভরে যায়। নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পায়।

মহানবী সা. বলেছেন,

٣٠٥٩) ((إِنّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ولا يَرُدُّ القَدَرَ إلاّ الدعاءُ ولا يَزِيدُ في العُمُرِ إلاّ البِر

অর্থঃ নিশ্চয়ই মানুষ সেসব পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়, যাতে সে লিপ্ত হয়। দোয়া ব্যতীত তাকদীর পরিবর্তন হয় না। নেক কাজ ব্যতীত হায়াত বৃদ্ধি পায় না। (সূত্রঃ ফাতহুল কাবীর- ৩০৫৯)

এতে বুঝাযায় পাপের কারণে খাদ্য বন্ধ হয় এবং ইবাদতের কারণে খাদ্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে।

(১১) দলীলঃ মহানবী সা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আয়ূ বা হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি হওয়াকে পছন্দ করে সে যেন মাতা-পিতার খিদমত করে এবং আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখে। (যাওয়ায়েদুল মুসনাদ, বিররুল ওয়ালি দাইন অধ্যায়)। এখানে ইবাদাত ও পিতা-মাতার খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা রিযিক দান করেন।

চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হক্ব

চোগলখোরে পরিণামঃ (১) মহানবী সা. বলেছেন,

النميمة و الشتيمة و الحمية في النار لا يجتمعن في صدر مؤمن

অর্থঃ ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি মহানবী সা. কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোরী, গালিগালাজ ও আভিজাত্যের দম্ভ জাহান্নামে যাবে।

মহানবী সা. আরো বলেছেন,

অর্থঃ চোগলখোরী ও হিংসা জাহান্নামের উপযোগী এবং এ দুটি কোন মুসলিমের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড ১৪৮০ নং হাদীস)

মিথ্যা কথার পরিণাম

মহানবী সা. বলেছেন,

أَبُو بَرْزَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ ، وَالنَّمِيمَةَ عَذَابُ الْقَبْرِ.

আবু বুরযাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, সাবধান! মিথ্যা কথা মানুষের মুখকে কাল করে আর চোগলখোরী কবরের শাস্তি হয়। (সূত্রঃ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড ১৪৮১ নং হাদীস)

গীবতের মহাপরিণাম

মহানবী সা. বলেছেন,

الغيبة و النميمة يحتان الايمان كما يعضد الراعى الشجرة

অর্থঃ ওসমান বিন আফফান রা.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, রাখাল যেভাবে গাছের পাতা পাড়ে ঠিক সেভাবে গীবত ও চোগলখোরী ঈমানকে ধ্বংস করে। (সূত্রঃ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড ১৪৮৫ নং হাদীস)

দোষ-ত্রুটি বলা সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

[١٥٧٠] وعن أَبي هريرة – رضي الله عنه – : أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : « إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، ولا تحسَّسوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَنَافَسُوا ، وَلا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ . المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى ها هُنَا التَّقْوَى ها هُنَا »

وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ . إنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أجْسَادِكُمْ ، وَلا إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأعْمَالِكُمْ » وَفِي رواية : « لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْواناً » وفي رواية : « لا تَقَاطَعُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْواناً » وَفِي رِواية : « لا تَهَاجَرُوا وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » . رواه مسلم بكلّ هذِهِ الروايات ، وروى البخاريُّ أكْثَرَهَا .

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সা. বলেছেন, সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করবে না। পরস্পরে ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করবে না। যোগাযোগ বন্ধ করবে না। আল্লাহ্‌র বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো।, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করতে পারে না। তাকে অপমানিত করতে পারে না। এমন কি অবজ্ঞাও করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি এখানে। এই বলে তিনি তার বুকের দিকে ইশারা করেছেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারর দিকে দৃষ্টি দেবেন না বরং দৃষ্টি দেবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, ছিদ্রান্বেষণ করবে না। দোষ অনুসন্ধান করবে না, অন্যের ওপর দর কষাকষি করবে না। আল্লাহ্র বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্কে গড়ে তোল।

অপর বর্ণনায় আছে, সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করবে না। হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করো। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে। (রিয়াযুস সালেহীন ১৫৭০ নং হাদীস)

হিংসার ভয়াবহ পরিণাম

মহানবী সা. বলেছেন,

إياكم و الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী সা. বলেছেন, তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনভাবে আগুন শুকনা কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে। (রিয়াযুস সালেহীন- ১৫৬৯ নং হাদীস)

দোষ-ত্রুটি তালাশকারী মুসলমান নয়। মহানবী সা. বলেছেন,

عَنِ الْبَرَاءِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهَا ، أَوْ قَالَ : فِي خُدُورِهَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ ، لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرة أخيه تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.

অর্থঃ আবু বুরযাহ আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সা. বলেছেন, হে লোক সমাজ! যারা মুখে শুধু ঈমান এনেছ কিন্তু অন্তরে ঈমান

প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদের গীবত করবে না। তাদের গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। যে ব্যক্তি তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের গোপন দোষ প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ যাদের দোষ প্রকাশ করে দেবেন তারা তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে মন্দ লোক বলে বিবেচিত ও লজ্জিত হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা)

অন্যস্থানে মহানবী সা. বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَتَبَّعُ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ

অর্থঃ হে লোক সমাজ! তোমরা মুখে ঈমান এনেছ কিন্তু অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্টস দেবে না এবং তাদেরকে লজ্জা দেবে না। আর তাদের দোষ-ত্রুটি অন্যকে বলবে না। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের গোপন দোষ প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ যাদের দোষ প্রকাশ করে দেবেন তারা তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে মন্দ লোক বলে বিবেচিত ও লজ্জিত হবে।। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশীর হক্ক

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয় ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, প্রতিবেশী এবং মুসাফিরদের সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করবে। (সূরা নিসাঃ আয়াত- ৩৬)

এখানে وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى বলতে যারা প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয় বটে। আর وَالْجَارِ الْجُنُبِ বলতে প্রতিবেশীকে বুঝায়, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।

একে অন্যের সাথে হক্ব

(ক) নিকটাত্মীয়ের হক্ব

(১) পিতা-মাতার হক

(২) সন্তান-সন্ততির হক্ব

(৩) ভাই বোনদের হক্ব

(৪) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হক্ব

(৫) দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফু-চাচা, খালা-মামাদের হক্ব

(খ) দূরবর্তী আত্মীয়দের হক্বঃ

(১) আপন আত্মীয়দের আত্মীয়ের হক্ব

(২) স্ত্রীর আত্মীয়দের হক্ব

(৩) মামাত, ফুফাত, চাচাত, খালাত ভাই-বোনদের হক্ব

(গ) প্রতিবেশীর হক্ব

(১) আত্মীয় প্রতিবেশীর হক্ব

(২) দূর আত্মীয় প্রতিবেশীর হক্ব

(৩) অনাত্মীয় প্রতিবেশীর হক্ব

(৪) নিকট প্রতিবেশীর হক্ব- যারা একেবারেই ঘরের পাশে থাকে।

(৫) দূর প্রতিবেশীর হক্ব। যারা ঘরের পাশে নয় কিন্তু প্রতিবেশীর সীমার মধ্যেই বসবাস করে।

(৬) মুসলিম প্রতিবেশীর হক্ব

(৭) অমুসলিম প্রতিবেশীর হক্ব

(ঘ) সাধারণভাবে দেশবাসী হক। তাতে যত কাছের হবে তত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হক্ব আদায় করতে হবে।

(ঙ) শাসক শাসিতের হক্ব

(চ) অভাবী লোকের হক্ব

(১) ইয়াতিম বা পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে-মেয়েদের হক্ব

(২) মিসকীন বা উপার্জনে অক্ষম অন্ধ, খোঁড়া, বিধবা প্রভৃতিজনের হক্ব

(৩) ঋণগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তির হক্ব

(৪) দাস-দাসীর হক্ব

(৫) মুসাফির পথিকের হক্ব

(৬) বন্দী মুসলিমদের হক্ব

(৭) ক্ষতিগ্রস্ত মুসমিদের হক্ব

(৮) সাহায্য প্রার্থীদের হক্ব

(ছ) অমুসলিমদের হক্ব

(জ) সাধারণ মুসলিমদের হক্ব। চাই দেশের মুসলিম হোক বা বিদেশের মুসলিম হোক।

মুসলমানের একে অন্যের ওপর হক্ব সমূহঃ

১) পরস্পর সালাম বিনিময় করা।

২) দাওয়াত করলে তাতে যোগদান করা।

৩) পরস্পরের দ্বীন শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা করা।

৪) পরস্পরের সদ উপদেশ দেয়া ও গ্রহণ করা।

৫) পরস্পর সাহায্য করা।

৬) কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে মপ উত্তরে ইয়ার হামু কাল্লাহ বলা।

৭) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

৮) কেউ মৃত্যুবরণ করলে দাফন কাজে অংশ নেয়া।

৯) নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্য তা পছন্দ করা।

১০) নিজেরহাত ও জিহবা থেকে অন্যকে নিরাপদ রাখা।

১১) বিনম্র হওয়া। নিজেকে বড় মনে করে অন্যের প্রতি অহঙ্কার না করা।

১২) কারো বিরুদ্ধে কেউ কোন কুৎস বললে তা না শুনা। কারণ থেকে পারে সে অপরাধ করেনি কিন্তু তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অযথা দুর্নাম করছে।

১৩) মনোবিবাদ ত্যাগ করা। অর্থাৎ মনের মধ্যে কারো প্রতি রাগ না রাখা। বরং তা মিটিয়ে ফেলা।

১৪) কাউকে বঞ্চিত না করা। অপরের উপকার করা।

১৫) ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা।

১৬) সকল মুমিন মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকা, এতেই সমাজের লোক শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

১৭) ওয়াদা করে তা ভঙ্গ না করা।

১৮) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা।

১৯) দুই মুসলিমের মাঝের বিবাদ মিমাংসা করে দেয়া।

২০) মুসলিম ভাইবোনদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।

২১) কারো দুর্নাম রটানো ও অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকা।

২২) অন্যের জন্য সুপারিশ করা যাতে তার উপকার হয়।

২৩) কোন অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সহায়তা করা।

২৪) গরীব বা অভাবী লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

২৫) দুঃখী লোরেক দুঃখ দূর করে সুখের ব্যবস্থা করা।

২৬) মৃতের জন্য দু'আ করা এবং মুসলিমদের কবর যিয়ারত করা।

(সূত্রঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবুদাউদ)

সৎ ও উত্তম প্রতিবেশী

মহানবী সা. বলেছেন,

إنّ الله لَيَدْفعُ بالمُسْلِمِ الصالِح عن مائَةِ أهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرانِهِ البَلاَءَ

অর্থঃ ইবনু ওমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মহানবী সা. বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা একজন সৎকর্মশীল মুসলমানের কল্যাণে তার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে ১০০ টি পরিবারকে বিপদ-মসিবত থেকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি সূরা আল বাকারার ২৫১ নং আয়াতের নিচের অংশটুকু তিলাওয়াত করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, যদি কিছু লোককে অপর কিছু লোক দ্বারা প্রতিহত না করাহত তাহলে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেত। (সূত্রঃ তারগীব ওয়াত- তারহীব ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩০৯)

প্রতিবেশীর প্রকার সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

الجِيرانُ ثلاثةٌ فَجارٌ لهُ حَقٌّ واحِدٌ وهُوَ أدْنَى الجِيرانِ حَقاً وجارٌ لَهُ حَقَّانِ وجارٌ لَهُ ثلاثةٌ حُقُوقٍ فأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ واحِدٌ فَجارٌ مُشْرِكٌ لا رَحِمَ لَهُ لَهُ حَقُّ الجِوارِ وأمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَجارٌ مُسْلِمٌ لَهُ حَقُّ الاسْلاَمِ وَحَقُّ الجِوارِ

وأمَّا اَلَّذِي لَهُ ثلاثَةُ حُقُوقٍ فَجارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ لَهُ حَقُّ الإِسْلاَمِ وَحَقُّ الجِوَارِ وحَقُّ الرَّحِمِ

অর্থঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন: প্রতিবেশী তিন প্রকার: (১) কোন প্রতিবেশী রয়েছে যার মাত্র একটি হক্ব, আর সেটাই সর্বনিম্ন হক্ব (২) কোন প্রতিবেশী রয়েছে যার মাত্র দুইটি হক্ব রয়েছে; (৩) কোন প্রতিবেশী রয়েছে যার মাত্র তিনটি হক্ব রয়েছে। আর এটাই সর্বোত্তম প্রতিবেশীর হক্ব।

প্রথম প্রকারঃ এক হ্ক্ব বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, অমুসলিম প্রতিবেশী- যার সাথে আত্মীয়তা নেই। তার জন্য শুধু প্রতিবেশীর হক্ব।

দ্বিতীয় প্রকারঃ দুই হক্ব বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, মুসলিম প্রতিবেশী- তার জন্য মুসলিম হওয়ার হক্ব ও প্রতিবেশী হক্ব।

তৃতীয় প্রকারঃ তিন হক্ব বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী- তার মুসলিম হওয়ার হক্ব, আত্মীয়তার হক্ব ও প্রতিবেশী হওয়ার হক্ব রয়েছে। (সুত্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৬৫৮ পৃ:)

কত বাড়ি মিলে প্রতিবেশী হয় এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

عن الحسن ؛ أنه سئل عن الجار ؟ فقال : أَرْبَعِينَ دَارًا أمامه، و أَرْبَعِينَ خلفه، و أَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ ، و أَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ".

অর্থঃ হাসান রা. থেকে বর্ণিত, তাঁকে প্রতিবেশী সম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ নিজের ঘর থেকে সামনে চল্লিশ ঘর, পিছনের চল্লিশ ঘর, ডানের চল্লিশ ঘর এবং বামের চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশী। (সূত্রঃ বুখারী, আদাবুল মুফরাদ)

অন্যত্র মহানবী সা. বলেছেন, لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ এক প্রতিবেশী যেন নিজের দেয়ালের সাথে অপর প্রতিবেশীকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। (বুখারী- হাদীস নং ২১, মুসলিম)

অন্য হাদীসে মহানবী সা. বলেছেন,

٥٨٥٢) ((حَقُّ الجارِ إنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وإنْ ماتَ شَيَّعْتَهُ وإنْ اسْتَقْرَضَكَ أقْرَضْتَهُ وإنْ أعْوَزَ سَتَرْتَهُ وإنْ أصابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ وإنْ أصابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ ولا تَرْفَعْ بِناءَكَ فَوْقَ بِنائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ ولا تُؤْذِهِ بِريحِ قِدْرِكَ إلا أنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْها

অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, মহানবী সা. বলেন: প্রতিবেশীর হক্ব হচ্ছে- (১) সে অসুস্থ হলে দেখতে যাবে। (২) মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় যাবে (৩) ঋণ চাইলে ঋণ দেবে। (৪) কোন দোষ প্রকাশ পেলে ঢেকে দেবে। (৫) সুখী দেখলে স্বাগতম জানাবে (৬) বিপদে পড়লে শান্তনা দেবে। (৭) তার ঘরের থেকে এমন উঁচু ঘর তৈরী করবে না যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। (৮) তোমার পাতিলের সুঘ্রাণে তাকে কষ্ট দেবে না; সেখান থেকে এক মুঠো তাকে দেবে। (সূত্রঃ তবারানী, আনওয়ারুল হাদীস নং ৫১৫)

প্রতিবেশী সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه أتدرون ما حق الجار إن استعانك أعنته وإن استقرضك أقرضته وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات شهدت جنازته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه وإذا شريت

فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده

অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, যে রাসূল সা. বলেনঃ যে প্রতিবেশীর দ্বারা পরিবারের জান ও মালের ক্ষতি হবে এ ভয়ে অন্যেরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখে, সে প্রতিবেশী মুমিন নয়। যার প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয় না, সে মুমিন নয়। প্রতিবেশীর হক্ব কি জান"? যখন সে তোমার কাছে সাহায্য চাবে, তখন তাকে সাহায্য করবে। যখন সে ঋণ চাবে, তখন তাকে ঋণ দেবে। যখন সে দরিদ্র হয়ে যায়, তখন তার খোজ খবর নেবে। যখন যে রোগাক্রান্ত হয়, ততক্ষণ তাকে দেখতে যাবে। যখন তার কানে সফলতা লাভ হয় , তখন তাকে অভিনন্দন জানাবে। যখন তার কানে বিপদ আসে, তখন তাকে শান্তনা ও মনোবল দেবে। যখন সে মারা যায় তখন তার জানাযায় শরীক হবে। তার অনুমতি ছাড়া তার পাশে উচু ভবন তৈরী করে তার বাতাস বন্ধ করবে না। তোমার হাড়িতে যে খাবার তৈরী হবে, তার ঘ্রাণ ছড়িয়ে যেতে দিয়ে কষ্ট দিও না। ঘ্রাণ ছড়িয়ে গেলে সে খাবার থেকে দরিদ্র প্রতিবেশীকে কিছু দেবে, ফল কিনলে তাকে কিছু ফল উপহার দেবে, দিতে না পারলে গোপনে নিয়ে এস, এবং প্রতিবেশীর শিশুকে প্রলুব্ধ করার জন্য তোমার শিশু সন্তানকে তা হাতে নিয়ে বেরুতে দেবে না।

(আত তারগীব, ওয়াত তারহীব ৩য় খণ্ড ১৩০৪ নং হাদীস, তাবারানী- ২৪৩০ নং হাদীস)

প্রতিবেশিকে খাদ্য দান সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কাছেবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরতর প্রতিবেশীথেকে শুরু করা যাবে না, বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে কাছেবর্তী জন থেকে তা শুরু করতে হবে।

(সূত্রঃ আল- আদাবুল মুফরাদ ১০৯ নং হাদীস)

যে কাজের জন্য সর্বপ্রথম নেকী প্রদান করবেন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, বান্দার মৃত্যুর পর তাকে সর্বপ্রথম যে প্রতিদান দেয়া হবে তা

হচ্ছে তার জানাযার অংশ গ্রহণকারীদের সওয়াব এবং সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সূত্রঃ বাজ্জার)

সর্বপ্রথম হত্যার বিচার হবে

রাসূল সা. বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থঃ 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে। (বুখারী- হাদীস নং ২/১০১৪, পৃ: হা/ ৬৮৬২, হত্যার প্রতিশোধ অধ্যায়।)

কিয়ামতের দিন মহিলাদেরকে সর্বপ্রথম যা প্রশ্ন করা হবে

عن انس (مرفوعا) اول ما تسأل المرأة يوم القيامة عن صلاتها.ثم عن بعلها كيف عملت اليه.

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মহিলাদেরকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ২য় প্রশ্ন করা হবে স্বামী সম্পর্কে যে, তার সাথে কি রকম ব্যবহার করা হয়েছে। (কানযুল উম্মাহ)

কিয়ামতের মাঠে পুরুষদেরকে ৫ টি প্রশ্ন করা হবে

হাদীসে মহানবী সা. বলেছেন,

عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال : عن شبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين كسبه ، وفيما أنفقه ، وما عمِلَ فيما علم) .

হযরত ইবনে মাসউদ রা. নবী করিম সা. এর কাছে থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে এ পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, তা হল-

(১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?

(২) যৌবনের শক্তি সামর্থ কোথায় ব্যয় করেছে?

(৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে?

(৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে?

(৫) সে দ্বীনের যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? । (তিরমিযি)

মরণ একদিন আসবেই

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম আ,. বলবেন হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম আ. বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। সে সময় গর্ভবর্তী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের কাছে খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন নবী করীম সা. বলেছেন, দেখ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন। (সূত্রঃ বুখারী, হা /৪৭৪১)

প্রতি ৯৯ জন মহিলার মধ্যে একজন জান্নাতে যাবে

عن ابن عباس من تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في النار.

(কানজুল ওম্মাল ১৬৫)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, ৯৯ জন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা জান্নাতে যাবে, অবশিষ্ট মহিলা জাহান্নামে যাবে।

(কানাযুল উম্মাহ-১৬৫)

সর্বপ্রথম হিসাব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

(٤٦٧٦) ((أَوَّلُ ما يحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصلاةُ فإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ له سائِرُ عَمَلِهِ وإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ عَمَلِهِ

হযরত আনাস রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম সালাত বা নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার সালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে সমস্ত আমল গ্রহণীয় হবে। আর যদি সালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে। (সিলসিলা সহীহাহ হা/৫৯৮)। সালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহীত হলে বাকী আমলগুলো গৃহীত হবে। তাছাড়া সব আমল বাতিল হবে। কারণ সমস্ত ইবাদতের ভিত্তি ইবাদত হচ্ছে সালাত।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

عن أبي هريرة مرفوعاً : ((الصلاةُ ثلاثةُ أثلاث : الطهور ثُلُثٌ ، والركوع ثُلُثٌ ، والسجودُ ثُلُثٌ ، فمن أَدَّاها بحقِّها ، قُبِلَتْ منه ، وقُبِلَ منه سائرُ عمله ، ومن رُدَّتْ عليه صلاتُه ، رُدَّ عليه سائر عمله

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন সালাতের সওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে, দ্বিতীয়ভাগ রুকুর মাধ্যমে এবং তৃতীয়ভাগ সিজদার মাধ্যমে। যে এগুলো পূর্ণ আদায় করবে তার

সালাত গৃহীত হবে এবং সমস্ত আমলও গৃহীত হবে। আর যার সালাত গ্রহণ করা হবে না, তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না' ।

(সিলসিলা সহীহ হা/৬৪৩)।

সেদিন মানুষ হজ্জ ছেড়ে দিবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, কা'বা ঘরে হজ্জ হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। (সিলসিলা সহীহ হা/ ২৪৩০)।

আসবে যেদিন মানুষ কা'বা ঘরে হজ্জ করবে না। তদস্থলে অন্য জায়গা নেকীর স্থান মনে করবে।

অন্য হাদীসে হযরত আনাস রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, ক্বিয়ামত সে পর্যন্ত হবে না, যে পর্যন্ত গোটা বছর যাবৎ বৃষ্টি না হচ্ছে, আর বছর যাবৎ বৃষ্টি হবে; কিন্তু কোন শস্য হবে না। (হাদীসটি সহীহ হা/ ২৭৭৩)

কিয়ামতের পূর্বে সব বস্তু কথা বলবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত পশু মানুষের সাথে কথা না বলছে এবং যে পর্যন্ত কারো চাবুক তার সাথে কথা না বলছে তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলছে। আর তার উরু (রান) তাকে জানিয়ে দেবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি কুকর্ম করেছে। (তিরমিযি, হাদীস সহীহ বাংলা মিশকাত হা/ ৫২২৫)।

এ হাদীসের বিবরণ খুব আশ্চর্য মনে হলেও সত্য যে, একদিন হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে। চাবুক ও পায়ের জুতার ফিতা কথা বলবে এবং উরু তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।

কিয়ামতের আর কতদিন বাকী

মহানবী সা. বলেছেন,

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরত (ইউফ্রেটিস) নদী শুকিয়ে যাবে এবং নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন যে কেহ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ সম্পদের কিছু গ্রহণ না করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫২০৮)।

ফোরাত নদীর নীচে স্বর্ণের খনি আছে যা একদিন বের হবে আর তা গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। কারণ তার জন্য মানুষ মরণপণ লড়বে।

অন্য হাদীসে বলাহয়েছে,

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, ফোরাত নদীর তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। এ সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক লড়াই হবে। সে লড়াইয়ে শতকরা ৯৯ জন লোক নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে সম্ভবত আমি বেঁচে যাব এবং এ সম্পদ আমি একাই ভোগ করব। (মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫২০৯)।

কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যাবে এবং তার তলদেশের সব স্বর্ণ বের হয়ে যাবে। আর তা দখল করার জন্য মানুষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে শতকরা ৯৯জন মানুষ নিহত হবে এবং সবাই এ সম্পদ দখলের আশায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

আজ আমাদের এ পরিণাম কেন

মহানবী সা. বলেছেন,

عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم .

فقال يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن

لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون

والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أثخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا منء غيرهم فأخذوا بعض مافي بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেছেন, মহানবী সা. আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, হে আনসার মুহাজিরের দল! তোমাদেরকে পাঁচটি ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলে কষ্ট দেয়া হবে। আর আমি তোমাদের সে পাঁচটি সমস্যা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারী। যথা-

(১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতা ছাড়িয়ে পড়বে এবং তারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে। তখন মহামারী ও এমন কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্বে কারো ছিল না।

(২) আর যখন মানুষ ওজনে ও পরিমাপে কম দেবে, তখন মানুষের ওপর দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের সংকট এবং অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসন নেমে আসবে।

(৩) আর যখন মানুষ তাদের সম্পদের যাকাত দেবে নাম তখন আকাশের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে, যদি চতুস্পদ প্রাণী না থাকত, তাহলে কখনও বৃষ্টি দেয়া হতনা।

(৪) আর যখন মানুষ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার ভংগ করবে, তাদের ওপর বিজাতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করবে এবং ঐ বিজাতি শাসক তাদের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে।

(৫) আর যখন আলেম ও শাসকগণ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে না বরং আল্লাহ্র দেয়া বিধানের ওপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের ওপর দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, দুরাবস্থা, দারিদ্রতা ও দুর্ভোগ চাপিয়ে দেবেন। (ইবনে মাযাহ হা/৪০১৯)

যাদের কবরে আযাব হবে না

মহানবী সা. বলেছেন,

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ

অর্থঃ মহানবী সা. বলেছেন, যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে না। (নাসাঈ হা/ ২০৫২)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «ما مِنْ مُسْلم يموتُ يومَ الجمعةِ ،أو لَيْلَة الجُمُعَةِ إلاّ وقاهُ الله فِتْنَةَ القَبْرِ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, যে কোন মুসলমান জুম'আর দিনে যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ্ তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। (আহমদ, মিশকাত হা/ ১৩৬৭)

কবরের শাস্তি চূড়ান্ত যা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়। জুম'আর দিন যদি কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়।

সর্বশেষ জান্নাতি ব্যক্তি

ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, সর্বশেষ ব্যক্তি যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার সময় একবার

চলবে, একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, আর একবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে দেবে। এরপর যখন সে এ অবস্থায় জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে আসবে, তখন সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সে মহান প্রতিপালক, যিনি আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন ব্যক্তিকেই দান করেননি। এরপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সে গাছটির কাছে পৌছিয়ে দাও যাতে আমি এর নীচে ছায়া অর্জন করি এবং তার ঝরণা থেকে পানি পান করি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা প্রদান করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আর কিছু চাইব না। সে আল্লাহ্র সাথে এ অঙ্গীকারও করবে যে, সে তা ব্যতীত অন্য কিছুই চাবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। তখন তাকে এ গাছের কাছে পৌছিয়ে দেবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। এরপর আরেক গাছ প্রকাশ পাবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে সে গাছাটির নিচে করে দাও। যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং এর ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি। আমি এ ছাড়া অন্য কিছু তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাতে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তুমি এ ছাড়া আর কিছুই চাবে না? আল্লাহ্ আরো বলবেন, এমনও তো থেকে পা যদি আমি তোমাকে তার কাছে পৌছিয়ে দেই তখন তুমি অন্য আর কিছু চেয়ে বসবে। তখন সে এ মনে করবে। কেননা তিনি ভালভাবে অবগত আছেন ওখানে যাবার পর সে তাকে এর নিকটবর্তী করে দেবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। এরপর জান্নাতের দরজার

কাছে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন যা প্রথম দুইটি অপেক্ষা উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সে গাছটির কাছে পৌছিয়ে দিন, যাতে আমি এর ছায়া ভোগ করতে পারি এবং এর পানি পান করতে পারি। এছাড়া তোমার কাছে আর কিছুই চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর কিছু চাবে না। সে বলবে হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, কিন্তু হে আমার প্রতিপালক! আমার এ আশা পূরণ করে দাও। এরপর আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাবে না। আল্লাহ্ তাকে অপারগ জানাবেন। কেননা তিনি জানেন এ যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার কাছে করে দেওয়া হবে। যখন সে গাছটির কাছে যাবে , জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার কাছে তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং এর সাথে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, ওটা চাও। অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ বলবেন, যাও তোমার চাহিদা মত এটা তোমাকে দিয়েছি অনুরূপ আরো দশগুন প্রদান করেছি। মহানবী সা. বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং তার সাথে প্রবেশ করবে হুরগণ। হুরগণ থেকে তার দুইজন স্ত্রীও। তখন হুরদ্বয় বলবে সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্র জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। মহানবী সা. বললেন, তখন লোকটি বলবে আমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে এ পরিণাম আর কাউকে দেয়া হয়নি । (মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৩৪৪)

হাজীগণের মর্যাদা

মহানবী সা. বলেছেন,

(٥٢٧٠) ((تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنَّهُما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوابٌ إلاَّ الجَنَّةَ

অর্থঃ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা একসাথে কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা এমনভাবে দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে, যেভাবে কামারের হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার মরিচা দূর করে। কবুল হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (নাসাঈ, মিশকাত হা/ ২৫২৪, বাংলা মিশকাত হা/ ২৪১০)

অন্য হাদীসে আছে- মহানবী সা. বলেছেন,

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« وَفْدُ اللَّهِ ثَلاَثَةٌ : الْغَازِى وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, আমি রাসূল সা. বলতে শুনেছি, তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যাত্রী। গাযী, হাজী ও ওমরা পালনকারী। (নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত হা/ ২৫৩৭, বাংলা মিশকাত হা/ ২৪২২)

হাজারে আসওয়াদের মর্যাদা

মহানবী সা. বলেছেন,

١٢٦٥١) ((نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন. হাজারে আসওয়াদ যখন জাহান্নাম থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দুধ অপেক্ষা অধিক

সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ্ তাকে কাল করে দিয়েছে। (তিরমিযি, মিশকাত হা/ ২৫৭৭, বাংলা মিশকাত হা/ ২৪৬২)

এ হাদীস দ্বারা বুঝাযায় যে, লাঠি, হাত বা ইশারা করে যে কোনভাবে হাজারে আসওয়াদকে চুমা দিতে পারলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গোনাহর খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার প্রমাণ এ পাথর।

অন্য হাদীসে আছে- মহানবী সা. বলেছেন,

عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم– في الحَجَرِ : «واللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ الله يومَ القِيامَةِ له عَيْنانِ يُبْصِرُ بهما ، ولِسَان يَنْطِقُ به، يشهدُ على من اسْتَلَمَهُ بحَقّ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে ওঠাবেন, তখন তার দুই চোখ হবে যারদ্বারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যারদ্বারা তা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষী দেবে।

(তিরমিযি, বাংলা মিশকাত হা/ ২৪৬৩)

(إنّ فُقَرَاءَ المهاجِرينَ يَدْخُلُونَ الجَنّةَ قَبلَ أغْنِيائِهِمْ بِمِقدَارِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ).

‘গরীব মুহাজিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্যত্র মহানবী (সা.) বলেছেন,

(إنّ فُقَرَاءَ المُهاجِرِينَ يَسْبِقونَ الأَغْنِياءَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى الجَنّةِ بأرْبَعِينَ خَرِيفاً)

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, 'গরীব মুহাজিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদের ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫২৩৫)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী সা. বলেছেন,

إِنِّي أُبَشِّرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, গরীবেরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধেকদিন। (তিরমিযি, মিশকাত হা/ ৫২৪৩)

আরো বর্ণিত আছে- মহানবী সা. বলেছেন,

– اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مِسْكِيناً وَأَمِتْنِى مِسْكِيناً وَاحْشُرْنِى فِى زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً يَا عَائِشَةُ لاَ تَرُدِّى الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّى الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الترمذى

অর্থঃ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম সা. বলেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকিনদের দলে হাশর কর। বিবি আয়েশা বললেন, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল সা! তিনি বললেন, তারা ধনীদের ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকিনকে তোমার দুয়ার থেকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দেবে না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান কর। হে আয়েশা ! মিসকিনদেরকে ভালবাসবে এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দেবে, ফলে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে কাছে রাখবেন। (রিমিযি, বায়হাকী, মিশকাত হা/ ৫২৫৪)

আরো বলা হয়েছে, মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بِمَنْكِبِي فَقَالَ (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وعُدَّ نفسك في أصحاب القبور ") , وكان ابن عمر يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح , وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء , وخذ من صحتك لمرضك , ومن حياتك لموتك .

অর্থঃ হযরত ওমর রা. বলেছেন, একবার রাসূল সা. আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসীর একজন মনে করবে। এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল সা. আমাকে বললেন, ইবনু ওমর সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করবে না এবং সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করবে না। আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর এবং মরণের পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন করবে। (বুখারী, মিশকাত হা/ ৫২৭৪)

আরো বর্ণিত হয়েছে- মহানবী সা. বলেছেন,

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (مَنْ قَرَأَ سورةَ الكهفِ في يومِ الجُمُعَةِ أضاءَ له من النورِ ما بينَ الجُمُعَتَينِ)

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (বায়হাকী, মিশকাত হা/ ২১৭৫)

কুরআন সুপারিশকারী হবে

মহানবী সা. বলেছেন,

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهلَه الذين كانوا يعملون به في الدنيا تَقدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أخرجه مسلم: حديث/ ٨٠٥، ١/٥٥٤، والترمذي: / ٢٨٨٣، ٥/١٦٠.

অর্থঃ নাওয়াস ইবনু সামআন রা, বলেছেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করেছে তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। (মুসলিম, মিশকাত, রিয়াযুস সালেহীন, ৩/৪৩পৃ:)

আরো বর্ণিত আছে, মহানবী সা. বলেছেন,

عن البراء رضي الله تعالى عنه قال : " كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر ؛ فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له , فقال : تلك السكينة تنزلت بالقرآن ".

অর্থঃ বারা ইবনু আযিব রা. বলেছেন, একব্যক্তি সূরা কাহাফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে দেয় এবং তার অতি নিকটবর্তী হতে থাকে। আর তার ঘোড়া লাফাতে থাকে। সে যখন সকালে নবী করীম সা. এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন রাসূল সা. বললেন, তা ছিল আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বললেন, তাঁরা ছিল ফিরিশতা। তোমার কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটবর্তী হয়েছিল। তুমি যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত সেখানে থেকে যেত এবং মানুষ তাঁদের দেখতে পেত, তাঁরা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারতে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ২১১৬-২১১৭)

মহানবী সা. আরো বলেছেন,

عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ".

অর্থঃ আবু উমামা রা. বলেছেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জল সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরান তিলাতওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন সূরা দুইটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দুইটি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাকারা পড়। কারণ সূরা বাকারা

পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম। (মুসলিম, মিশকাত হা/ ২১২০)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কিয়ামতের দিন মেঘখণ্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে।

আযান দেওয়ার সওয়াব

মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَسَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ يَقُولُ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا ».

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষী দেবে এবং এ আযান শুনে যত লোক সালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে, তার জন্য পঁচিশ সালাতের নেকী লিখা হবে। এবং তার দুই সালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (নাসাঈ হা/ ৬৬৭)

মহানবী সা. আরো বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً ».

অর্থঃ হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ৬০ নেকী এবং ইকামতের বিনিময়ে ৩০ নেকী অতিরিক্ত লিখা হয়। (ইবনু মাজাহ)

মৃত্যুর পর ৬টি সওয়াব পৌছবে

মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

وصحيح سنن ابن ماجة: ٢٤٢

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যার সওয়াব তার কাছে বরাবর পৌছাতে থাকবে তা হচ্ছে।

(১) ইলম- যা সে শিক্ষা করেছে এপর তা বিস্তার করেছে।

(২) নেক সন্তান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে।

(৩) কুরআন, যা মীরাসরূপে রেখে গিয়েছে।

(৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে।

(৫) মুসাফির খানা, যা সে মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গিয়েছে।

(৬) খাল (কূপ, পুকুর, প্রভৃতি) যা সে খনন করে গিয়েছে।

(৭) দান, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল থেকে খরচ করে গিয়েছে। (এগুলোর সওয়াব। তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকবে। (ইবনু মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত হা/ ২৫৪)

মহান আল্লাহ্ ৪৫জনকে লানত করেছেন

(১) মহানবী সা. বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ

অর্থ: আল্লাহ্ তায়ালা সে সমস্ত নারীর ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা উল্কি আঁকে এবং আঁকতে বলে। তিনি আরো অভিশাপ করেছেন, সে সমস্ত নারীর ওপর, যারা অন্যের চুল নিজের চুলের সাথে যুক্ত করে চুল দীর্ঘ করে এবং যে অন্যের দ্বারা চুল যুক্ত করায়। (বুখারী, মুসলিম)

(২) মহানবী সা. বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَه وشاهده وكَاتِبَهُ

অর্থ: মহানবী সা. অভিশাপ করেছেন সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার স্বাক্ষীর ওপর। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

(৩) মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "

অর্থ: রাসূল সা. অভিশাপ করেছেন, হালালাহকারীর ওপর এবং যার জন্য হালালাহ করা হয় তার ওপর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পুনরায় নেয়ার জন্য অন্যের কাছে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করে তালাক দিতে হবে এবং যে এ শর্তে বিবাহ করে উভয়ের ওপর আল্লাহ্র রাসূল সা. লানত করেছেন।

(৪) মহানবী সা. বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

অর্থ: আল্লাহ্ তায়ালা চোরের ওপর লানত করেছেন। সে ডিম ও রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়। (বুখারী, মুসলিম) (৫) মহানবী সা. বলেছেন,

الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَات ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنوَالْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّه لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا

অর্থ: রাসূল সা. মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির ওপর লানত করেছেন যথা-মদ্যপায়ীর ওপর, পরিবেশনকারীর ওপর, রস নিংড়িয়ে মদ প্রস্তুতকারকের ওপর, যে রস নিংড়ানোর নির্দেশ দেয় তার ওপর, মদ বিক্রেতার ওপর, তার ক্রেতার ওপর, তার মূল্য ভক্ষণকারীর ওপর, মদ বহনকারীর ওপর, যার জন্য বহন করে আনা হয় তার ওপর। (তিরমিযি)

(৬) মহানবী সা. বলেছেন, لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

অর্থ: আল্লাহ্ তায়ালা অভিশাপ করেছেন সে ব্যক্তির ওপর, যে, মাতাপিতার ওপর লানত করে। (নাসায়ী, মুসলিম)

(৭) মহানবী সা. বলেছেন,. لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَسُبُّ أَبَوَيْهِ

অর্থ: আল্লাহ্ পাক লানত করেছেন সে ব্যক্তির ওপর , যে তার মা-বাবাকে গালি দেয়। (বাইহাকী)

(৮) মহানবী সা. বলেছেন,

إنَّ رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم– لَعَنَ من اتخذ الروح غرضا

অর্থ: মহানবী সা. অভিশাপ করেছেন সে ব্যক্তির ওপর, যে জীবিত প্রাণীকে তীর বা গুলির টার্গেট বানায়।

(৯) মহানবী সা. বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

অর্থ: আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন সে সমস্ত পুরুষের ওপর, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং সে সমস্ত নারীর ওপর, যারা পুরুষের বেশভূষা ধারণ করে।

(১০) মহানবী সা. বলেছেন, لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله

অর্থ: আল্লাহ্ তায়ালা অভিশাপ করেছেন সে ব্যক্তির ওপর, যে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে।

(১১) মহানবী সা. বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا

অর্থ: আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ সে ব্যক্তির ওপর, যে দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটায় বা এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার ফরয-নফল কোন ইবাদত কবুল করবেন না।

(১২) মহানবী সা. বলেছেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَعَنَ الْمُصَوِّر

অর্থ: নবী সা. অভিশাপ করেছেন ছবি প্রস্তুতকারীর ওপর।

(১৩) মহানবী সা. বলেছেন, لَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

অর্থ: সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লুতের ন্যায় কাজ করে।

(১৪) মহানবী সা. বলেছেন, من أتى شيئا من البهائم

অর্থ: সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন পশুর সাথে যৌনকর্ম করে।

(১৫) মহানবী সা. বলেছেন,

أما بَلَغَكُمْ أنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البَهِيمَةَ في وَجْهِها أوْ ضَرَبَها في وَجْهِها

অর্থ: সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন পশুর চেহারায় ছ্যাঁক দেয় বা আঘাত করে। (আবু দাউদ)

(১৬) মহানবী সা. বলেছেন, مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِناً أَوْ مَكَرَ بِهِ

অর্থ: সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় বা তার সাথে প্রতারণা করে। (তিরমিযি)

(১৭) মহানবী সা. বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

অর্থ: রাসূল সা. অভিশাপ করেছেন সে সমস্ত নারীর ওপর, যারা কবরস্থানে যায় এবং যারা সেখানে সিজদা করে বা বাতি জ্বালায়। (তিরমিযি)

(১৮) মহানবী সা. বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ

অর্থ: যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বা কোন ক্রীতদাসকে তার মনিবের ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভূক্ত নয় । (আবু দাউদ, নাসায়ী)

(১৯) মহানবী সা. বলেছেন, مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

অর্থ: সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে।

(২০) মহানবী সা. বলেছেন,

إذا باتَتِ المَرْأةُ هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

অর্থ: যে নারী রাগান্বিত হয়ে তার স্বামী থেকে পৃথকভাবে রাত অতিবাহিত করে, ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপর অভিশম্পাত করে।

(২১) মহানবী সা. বলেছেন,

مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সাথে তার বংশকে সম্পৃক্ত করে, তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত। (ইবনু মাজাহ)

(২২) মহানবী সা. বলেছেন, مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

অর্থ: যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা (ধারালো অস্ত্র দ্বারা) ইঙ্গিত করে, তার ওপর ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে। (তিরমিযি)

(২৩) আল্লাহ্ বলেছেন,

إذا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحابِي فقولوا لَعْنَةُ الله على شَرِّكُمْ

অর্থ: যারা সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সমালোচনা করে, তাদের দেখলে তোমরা বল যে, তোমাদের অপকর্মের ওপর আল্লাহ্র লানত।

(২৪) আল্লাহ্ বলেছেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

অর্থ: ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত করেন। (সূরা মুহাম্মদ ২২-২৩)

(২৫) আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। (সূরা আহযাব-৫৭)

(২৬) আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যে সব তথ্য এবং হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগনেরও। (সূরা আল বাকারা- ১৬০)

(২৭) আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ: যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত। (সূরা নুর-২৩)

(২৮) আল্লাহ্ বলেছেন,

.

অর্থ: তিনি অভিশাপ করেছেন সে ব্যক্তির ওপর, যে মুসলমানদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে ঠিক পথের সন্ধান দেয়।

(২৯) মহানবী (সা.) বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

অর্থ: আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন সে ব্যক্তির ওপর, যে ঘুষ দেয়, যে ঘূষ নেয় এবং যে এর মধ্যস্থতা করে।

(৩০) মহানবী (সা.) বলেছেন,

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিস্কার করবে অথবা কোন নবাবিস্কারকারীকে (বিদয়াতীকে) আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ্ ও ফেরেশতা এবং সমগ্র মানবকূলের অভিশাপ বর্ষিত হোক। তার কোর ফরয ও নফল ইবাদাত বা তাওবা ও ফিদইয়া কবুল হবে না।

(৩১) মহানবী (সা.) বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ

অর্থ: মুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব এক পর্যায়ের। কিন্তু যে কেউ যে কোন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারবে। এবং তা সকলের দেয়া নিরাপত্তায় গণ্য হবে। সুতরাং কেউ কোন সাধারণ মুসলিমের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ এবং ফেরেশতাকূল ও

মানবকূলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল করা হবে না।

(৩২) মহানবী (সা.) বলেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة لا تقبل منهم صلاة و لا تصعد إلى السماء و لا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما و هم له كارهون و رجل صلى على جنازة و لم يؤمر و امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের মনিবের অনুমতি ছাড়াই অন্য সম্প্রদায়ের সাথে অভিভাবকত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে, তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ এবং ফেরেশতাকূল ও মানবকূলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদাত (অথবা তাওবা ও ফিদইয়া) কবূল করা হবে না। তুমি এমন কারো আনুগত করবে না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল খুশির অনুসরন করে আর যার কর্মকাণ্ড সীমালঙ্গনমূলক। (সূরা কাহফ : আয়াত ২৮) * বন্ধ অন্তর/আচ্ছাদিত অন্তর/সংরক্ষিত অন্তর/আবৃত অন্তর, যে অন্তরে রাসূলের বক্তব্য প্রবেশ করেনা। আল্লাহ্ বলেছেন, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ অর্থঃ তারা বলে: আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত যা আমরা বুঝে এবং বিশ্বাস করে নিয়েছি এর বাইরে আর কিছুই আমাদের হৃদয় সমূহে ঢুকবে না। না (ব্যাপার তা নয়) বরং আল্লাহ্ তাদের লানত করেছেন তাদের কুফুরির কারণে। সুতরাং অতি অল্পই তারা ঈমান আনে। (সুরা বাকারা: আয়াত ৮৮)। বাঁকা অন্তর: যা সত্য বিমুখ।

(৩৩) মহানবী (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير تخوم الأرض فعليه لعنةالله

و غضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا

অর্থঃ মহানবী সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করবে তার ওপর আল্লাহ্র লানত। কিয়ামতের দিন তার ওপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে। আল্লাহ্ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল করবেন না।

(৩৪) মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ

لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, মহানবী সা. সে পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং সে মহিলার ওপর অভিশাপ করেছেন যে, পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (সূত্রঃ আবু দাউদ, মিশকাত হা/ ৪৪৬৯)

(৩৫) মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবী সা. হিজড়ার বেশ ধারনকারী পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর ওপর অভিশাপ করেছেন। (বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৪২৮)

(৩৬) মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ.

فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থ: হযরত আবু মুলায়কা রা. বলেছেন, একদিন আয়েশা রা. কে বলা হল- একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা রা. বললেন, রাসূল সা. পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। (সূত্রঃ আবু দাউদ, মিশকাত হা/ ৪৪৭০)

(৩৭) আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

অর্থ: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন, এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আন-নিসা-৯৩)

(৩৮) আল্লাহ্ বলেছেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

অর্থ: ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিশাপ করেন, এরপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (সূরা মাহাম্মদ ২২-২৩)

(৩৯) আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

অর্থ: আল্লাহ্ অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন। (সূরা হুদ-১৮)

(৪০) আল্লাহ্ বলেছেন,

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

অর্থ: আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন। (সূরা আল ইমরান-৬১)

(৪১) মহানবী সা. বলেছেন,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

অর্থ: মহানবী সা. বলেছেন, আইর নামক স্থান থেকে ছাউর নামক স্থান পর্যন্ত হচ্ছে হারাম এলাকা। কেউ যদি এখানে বিদয়াত করে অথবা বিদয়াতকে আশ্রয় দেয় তার ওপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিশাপ। তার নফল এবং ফরয কোন প্রকার ইবাদাতই কবুল করা হবে না। (সূত্রঃ বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/ ২৭২৮)

(৪২) মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَدْخِلُوا عَلَيَّ أَصْحَابِي ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ بِبُرْدَة مَعَافِرِيٍّ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূল সা. তাঁর জীবনের শেষ অসুখে বলেছিলেন, ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। (সূত্র: বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৭১২)

(৪৩) মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ، وَلاَ عَدْلا

অর্থ: রাসূল সা. বলেছেন, যারা মদীনাবাসীকে ভয় দেখাবে, তাদের ওপর যুলুম করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভয় দেখাবেন, তাদের ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতাদের ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল হবে না। রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তিন প্রকার লোকের ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল করেন না। (ক) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, (খ) দান করে তিরস্কারকারী, (গ) তাকদীর অস্বীকারকারী।

(৪৪) মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ.

অর্থ: নবী সা. বলেছেন, কুরাইশরা যতদিন থাকবে ও হুকুমাত তাদের হাতে থাকবে। যখন তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হবে তারা অনুগ্রহ করবে, তারা বিচার করলে ন্যায়ের সাথে করবে এবং বন্টন করার সময় ইনসাফের সাথে বন্টন করবে। কুরাইশদের যারা এরূপ করবে না তাদের ওপর

আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমগ্র মানবকূলের অভিশাপ। তাদের কোন ফরয ও নফল ইবাদাত (তাওবা ও ফিদইয়া) কবুল হবে না।

(৪৫) মহানবী (সা.) বলেছেন,

إنّ اللّهَ اختارَنِي واختارَ لي أصْحابِي فَجَعَلَ لي منهمْ وُزَراءَ وأصْهاراً وأنْصاراً فَمَنْ سَبَّهُمْ فعليه لَعْنَةُ اللّهِ والمَلائِكَةِ والناسِ أجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللّهُ منهُ منه يوم القيامة صرفا ولا عَدْلاً

অর্থ: রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং আমার জন্য কিছু সাহাবীও বাঁছাই করেছেন। আমার জন্য তাঁদের মধ্য থেকে উজারা, আরসার ও আসহারও বানিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকূল ও সমগ্র মানবকূলের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না।

যাদের ইবাদত কবুল হয় না

মহানবী (সা.) বলেছেন, عن أنس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال صلى الله عليه و سلم : يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك فإن الرجل ليرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة أربعين يوما] و روى البيهقي باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم و لا يكسب عبد يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب و لا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد مالا حراما

أرزاقكم و إن الله منه فيبارك له أحبه فينفق فيه و لا يتصدق منه فيقبل منه و لا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء و لكن يمحو السيء بالحسن]

অর্থ: হযরত আনাস রা. বলেছেন, আমি একদিন রাসূল সা. বলেছেন, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমার দু'আ কবুল করেন। রাসূল সা. বললেন: হে আনাস! তুমি হালাল রোজগার কর, তোমার দু'আ কবুল করা হবে। কোন ব্যক্তি যখন হারাম লোকমা মুখে রাখবে তখন ৪০ দিন তার দু'আ কবুল হবে না। (তাবারানী)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً مَا كَانَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْنَاهُ يَقُولُهُ

অর্থ: হযরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় একটি কাপড় কিনেছে আর যাতে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাপড়টি তার পরনে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থঃ নবী সা. এর কয়েকজন স্ত্রী থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন: যে গণকের কাছে আসবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে, সে ব্যক্তির ৪০ রাত/দিনের সালাত কবুল হবে না। (সূত্রঃ মুসলিম হা/ ৪১৩৭)

মহানবী (সা.) বলেছেন, لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ إمام حكم بغير ما أنزل الله

অর্থঃ রাসূল সা. বলেছেনঃ যে বিচারক আল্লাহ্র নাযিলকৃত ব্যবস্থা মত ফায়সালা করবে না আল্লাহ্ তার সালাত কবুল করবেন না।

মহানবী (সা.) বলেছেন, الْمُصَلِّي لاَ تُقْبَلُ نَافِلَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَةُ

অর্থ: মুসল্লীর ফরয আদায় না করা পর্যন্ত তার নফল সালাত কবুল হবে না। (সূত্রঃ বাইহাকী, সুনালুল কুবরা ২/৩৮৭)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شئ من خلوق

অর্থ: হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সা, বলেছেনঃ আল্লাহ্ সে ব্যক্তির সালাত কবুল করেন না, যার দেহে জাফরান রঙের কিছু থাকে। (সূত্রঃ আবু দাউদ, আহমদ হা/১৯৬২৯)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يُنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, একদিন আমার সাথে এক মহিলার দেখা হল, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল এবং তার পাতলা কাপড়ও বাতাসে উড়ছিল। তখন আমি তাকে বলেছি, হে বেহায়া মহিলা! তুমি কি মসজিদ থেকে এসেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন আবু

হুরায়রা রা. বলেছেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি: যে মহিলা খুশবু লাগিয়ে এ মসজিদে আসে, তার সালাত কবুল হয় না। যতক্ষণ না ফিরে গিয়ে নাপাকীয় গোসলের ন্যায় গোসল করে। (এমন উত্তমরূপে গোসল করে যাতে তার দেহে কোন সুগন্ধি না থাকে। কিন্তু স্বামীকে খুশি করার জন্য স্ত্রী ঘরে রং ও খুশবু ব্যবহার করতে পারবে। মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ.

অর্থ: হযরত ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন, সে ব্যক্তির সালাত কবুল হয় না যে খাতনা করেনি। (সূত্র: বাইহাকী হা/ ১৮০২৫)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن عقبة بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لا تقبل صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه للركوع و السجود

অর্থ: হযরত উকবা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন: সে ব্যক্তির সালাত কবুল হয় না যে রুকু ও সাজাদা থেকে নিজ পিঠ সোজা করে না। (সূত্র: তাবারানী কাবীর হা/ ১৪০১১)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يلزق أنفه مع جبهته بالارض إذا سجد لم تجز صلاته . رواه الطبراني

অর্থ: হযরত ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি সাজদা থেকে নিজ কপালের সাথে স্বীয় নাক মাটিতে না লাগাবে তার সালাত কবুল হবে না। (সূত্র: তাবারানী)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অর্থ: যে ব্যক্তি সালাতে রুকু ও সাজদায় নিজ পিঠ সোজা করে না, তার সালাত হয় না। (সূত্র: আহমদ ইবনু মাজাহ, তারগীব হা/৬২৬)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

অর্থ: রাসূল সা. বলেছেন, হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের সাদাকা কবুল হয় না। * অর্থঃ হযনত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন: কোন বান্দা হারাম বা অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে খরচ করতে তাতে বরকত হবে না। যদি সে তা দান করে তা কবুল হবে না।

মহানবী (সা.) বলেছেন,

فَإِنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেবে তার আমল বরবাদ হল।

অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার সাওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্ধকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দেয় তাকে তার ৪০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং এমন ৪টি কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয় যার জন্য জাহান্নাম অত্যাবশ্যকীয় ছিল। (তিবরানী)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন অন্ধকে ৪০ কদম এগিয়ে দেয় তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন,

অর্থ: যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কাটা তুলে ফেলে দেবে তার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ইবনে হাববান)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

মুসাফা করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, বান্দার মৃত্যুর পর তাকে সর্ব প্রথম যে প্রতিদান দেয়া হয়, তা হচ্ছে তার জানাযায় অংশ গ্রহণকারীদের সওয়াব এবং সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বাজ্জার)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

মুমিন ব্যক্তি যখন অপর মুমিন ব্যক্তির সাথে একত্রিত হয় এবং পরস্পর সালাম বিনিময় করে তারপর উভয়ে করমর্দন করে। তখন বৃক্ষের পাতা যেরূপে পড়ে সেরূপ তাদের পাপরাশি ঝরে পড়ে যায়।

মহানবী (সা.) বলেছেন,

হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-কোন মুসলমান ব্যক্তি অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে যখন করমর্দনের উদ্দেশ্যে তার হস্ত ধারণ করে তখন তুফানের দিন শুস্ক বৃক্ষের পাতা যেভাবে ঝরে যায়, সেরুপ তাদের উভয়ের পাপরাশি ঝরে যায়। তাদের পাপ সমুদ্রের ফেনা সম হলেও তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

যাকে মৃত্যুর পর ক্ষমা করে দেয়া হবে

মহানবী (সা.) বলেছেন,

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সা. বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি ৪০ জন মুসলমান দোয়া পাঠ করলে এবং তার জন্য সুপারিশ করলে তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করা হয়। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

ইবনে ওমর রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তির জন্য ১০০ লোক দোয়া করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তিবরানী)

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

মাকি ইবনে হুবাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তিন সারি মানুষ তার জানাযা নামায আদায় করলে তার জন্য জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। (আবু দাউদ) * শব্দটি অর্থ হচ্ছে তার জন্য জান্নাত ওয়াযিব হয়। অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. একটি জানাযার নামাজের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তার ভাল প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সা. বললেন, * তার জন্য জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গিয়েছে । নবী করীম সা. অপর এক জানাযার নামাজের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন লোকেরা তার বদনাম করছিল, রাসূল সা. বললেন * অত্যাবশ্যকীয় হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় হয়েছে। এরপর রাসূল সা. বললেন, তোমরা যার প্রশংসা করেছ তার জন্য জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় হয়েছে, আর যার বদনাম করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। তোমরা হলে এ জমিনে আল্লাহ্র স্বাক্ষী । (বুখারী)

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

বুখারী শরীফে ওমর রা. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে কোন মুসলমানের জন্য ৪জন লোক ভাল স্বাক্ষী দিলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা বলেছি ৩জন স্বাক্ষী দিয়েছে? তখন তিনি বললেন, ৩জন স্বাক্ষী দিলেও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আমরা বলেছি যদি ২জন স্বাক্ষী দিয়? তখন রাসূল সা. বললেন ২জন স্বাক্ষী দিলেও আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারপর আমরা একজনের স্বাক্ষীদান সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করিনি।

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন

عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصيام نصف الصبر وأن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام "

রমজান মাসে রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস

মহানবী (সা.) বলেছেন,

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, মহান আল্লাহ্ তায়ালা সকল উম্মতের ওপরই রমযানের রোযা ফরজ করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় যখন ইহুদিদের ওপর রমযানের রোযা ফরজ করা হল তখন তারা ভ্রান্ত হয়ে তা পরিত্যাগ করে এবং এর পরিবর্তে আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে ৩দিন করে রোযা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে। (রুহুল মায়ানী)

এভাবে নাসারাদের ওপরও রমযানের রোযা ফরজ করা হয়েছিল। ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেছেন, নাসারাদের রোযা সন্ধ্যারাত থেকে শুরু করে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পালন করতে হত। অতঃপর প্রায়ই তাদের রোযা অসহনীয় গরম বা প্রচন্ড শীতকালে হওয়ায় সফরকালে বা কাজে থাকার সময় তা পালন করতে কষ্ট হলে নাসারা আলেমরা একত্রিত হয়ে মত প্রকাশ করে যে, রোজা বসন্ত কালে রাখতে হবে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য তারা কাফফারা হিসাবে ১০টি রোযা বেশি রাখতে লাগল। এভাবে তাদের রোযার সংখ্যা ৪০টিতে দাঁড়ায়। তারপর তাদের এক বাদশাহ অসুস্থ হলে তারা মানত করে যে বাদশাহ সুস্থ হলে ৭টি রোযা বেশি রাখবে। এরপর বাদশাহ সুস্থ হয়ে গেল। এতে তাদের রোযার সংখ্যা দাঁড়াল ৮৭টিতে। সেই বাদশাহ মারা যাবার পর আর এক বাদশাহ ক্ষমতায় এসে বলে, তোমরা ৫০টি রোযা পূর্ণ কর। এতে তাদের রোযার সংখ্যা ৫০টিতে এসে দাঁড়ায়। (মাকাশিফুল কুলুব)

কিন্তু রোযা বেশি হওয়ায় কষ্ট হেতু দিন দিন তারা তা পরিত্যাপ করে পথভ্রষ্ট হল। এরপর মুসলমানদের ওপর প্রথমত আশুরার রোযা ও প্রতিমাসে ৩টি করে রোখ ফরজ করা হলো। এ রোযা নাসারাদের রোযার

মত এক সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে হত। কেউ একবার ঘুমিয়ে পড়লে পরবর্তী দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে হত। কেউ একবার ঘুমিয়ে পড়লে পরবর্তী দিন সন্ধ্যা ছাড়া পানাহার করতে পারত না।

এরপর দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রমাযানের রোযা ফরজ করা হলো আশুরা। প্রতিমাসের ৩দিনের রোযা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু রমাযানের রোযা ফরজ করার প্রথম দিকে রোযা ও ফিদইয়া দানের মাঝে ইখতিয়ার ছিল। যে ইচ্ছে করত রোযা রাখতো, আবার যার ইচ্ছা সে মিসকিনকে খাবার দিয়ে রোযা ভঙ্গ করতো। কিছুকাল পরে ফিদইয়া প্রদানের বিধান কেবল রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য বাকি রেখে অবশিষ্ট সকলের জন্য রমাযানের রোযা বাধ্যতামূলক করা হলো।

কিন্তু রোযা পালনের সময় অপরিবর্তিত ছিল। এরপর কিছুদিন পর কায়েস বিন সেরমাহ রা. পহেলা রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরে বেহুশ হয়ে পড়েন এবং হযরত ওমর রা. রাতে স্ত্রী সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ দুটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রোযার সময়সীমা কমিয়ে ফজর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করা হলো এবং নিচের আয়াত অবতীর্ণ হল।

এরপর মুসলমানদের রোজার সংখ্যা ও সময়সীমা চূড়ান্ত হল

ইসলাম গ্রহণে অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা হয়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنُوا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا إِنَّ الَّذِى تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتْ (الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ) وَنَزَلَتْ (يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) الآيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন কিছু সংখ্যক মুশরিক লোক যারা মুশরিক অবস্থায় ব্যাপক হারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, আপনি যা বলেন এবং যে দিকে আহবান করেন তা খুবই উত্তম। কিন্তু আমাদেরকে বলুন, অতীত জীবনে আমরা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছি তা মুছে যাবে কিনা? তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল: "যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ মানে না। আল্লাহ্র হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। যারা সেসব কাজে লিপ্ত হবে তারা নিজেদের পাপের প্রতিফল পাবে।(সূরা: আল-ফুরক্বান, ৬৮) আরো অবতীর্ণ হল, "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল" (সূরা: মুসলিম হা/৩৩৭)।

মহানবী (সা.) বলে

عن ابن عباس ، عن النبى ، صلى الله عليه وسلم : « لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا صلاة ولا وضوء لمن لا صوم له ، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله » ،

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত মহানবী সা: বলেন: যে নামাজ পড়েনা তার কোন ঈমান নেই, আর যে অজু করেনা তার কোন নামাজ নেই। আর যে রোযা রাখেনা তার কোন অযুও নেই, নামাজও নেই।

নামায পড়া অতিরিক্ত কাজ

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: <من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة> رَوَاهُ مُسلِمٌ.

অর্থ: উসমান ইবনু আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উত্তমরূপে উযু করে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ফলে তার সালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল বলে গণ্য হয়। (মুসলিম হা/৫৬৬)

উযুর পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ ، وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দা উযুর সময় যখন মুখমন্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব

গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে তা পা দু'খানা ধৌত করে তখন তার দুই পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম হা/৬০০)

আযান শুনে শয়তান কত দুর পালিয়ে যায়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنّ الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النّدَاءَ بِالصّلاَةِ، ذَهَبَ حَتّى يَكُونَ مَكَانَ الرّوْحَاءِ". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتّةٌ وَثَلاَثُونَ مِيلاً.

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, শয়তান সালাতের আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করতে করতে রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়। আ'মাশ বলেছেন, আমি আবু সুফিয়ানকে রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, এ স্থানটি মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম হা/৮৮০)

আযান ও একামতের সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاثُونَ حَسَنَةً

অর্থ: ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্য তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে লিখা হয় ৬০ নেকী এবং প্রত্যেক ইক্বামতের বিনিময়ে লিখা হয় ৩০ নেকী। (ইবনু মাজাহ হা/৭২৮)

মুয়াজ্জিনের সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَسَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ يَقُولُ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায় তাকে ততদূর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামাআতে হাজির হলে তার জন্য ২৫ ওয়াক্ত সালাতের সওয়াব লিখা হয় এবং এক সালাত থেকে আরেক সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ হা/৫১৫)

মুয়াজ্জিনের আযান দেওয়ার সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

ولهُ مِثْلُ أجْرِ منْ صَلّى مَعَهُ

অর্থ: বারাআ ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুয়াজ্জিন ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পায় যে তার সাথে সালাত আদায় করে। (নাসায়ী হা/৬৪৬)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أبي هريرة (أن رسول الله قال (الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন ওয়াক্তের আমানতদার। 'হে আল্লাহ্! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন।' (আবু দাউদ হা/৫১৭)

মসজিদে গমনের ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي عُشَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ :« إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلاَةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَهُ أَوْ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلاَةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ ».

অর্থ: উক্বাহ ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা হাসিল করে সালাতের জন্য মসজিদে আসে, তখন তার জন্য দু'জন কিংবা একজন ফিরিশতা মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ১০টি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন। (আহমাদ হা/১৭৪৪০)

নামায পাপকে দূর করে দেয়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ৫ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত তার মাঝখানে সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত হল, কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (মুসলিম হা/৫৭৪)

নামাযের নিয়ম-কানুন আদায় না করার পরিণাম

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إنّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وما كُتِبَ لهُ إلاّ عُشْرُ صلاتِهِ تُسْعُها ثُمْنها سُبْعُها سُدْسُها خُمْسُها رُبْعُها ثُلْثُها نِصْفُها

অর্থ: আম্মার ইবনু ইয়াসির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, এমন লোকও আছে যারা সালাত আদায় করা সত্ত্বেও সালাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং সালাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযু না থাকায় তারা সালাতের পরিপূর্ণ সওয়াব পায় না। বরং তারা ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, ৩ ভাগের ১ ভাগ বা অর্ধাংশ সওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আবু দাউদ হা/৭৯৬)

নামাযের কোন কাতার উত্তম

মহানবী (সা.) বলেছেন,

فقال النبي (صلى الله عليه وسلم خَيْرُ صُفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها وشَرُّها أخرُهَا ، وخَيْرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرُهَا وشَرُّهَا أوَّلُهَا

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পুরুষ লোকদের জন্য উত্তম কাতার হল, প্রথম কাতার আর

অনুত্তোম কাতার হল, সর্বশেষ কাতার। নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল, শেষ কাতার এবং অনুত্তোম কাতার হল, প্রথম কাতার। (মুসলিম হা/১০১৩)

নামাযের প্রথম কাতারে ক্ষমা

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاَثاً وَلِلثَّانِى مَرَّةً .

অর্থঃ ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, আর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার। (ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬)

ওযু করে মসজিদের দিকে বের হওয়ার সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ

অর্থঃ আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফরয সালাতের জন্য উযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজীর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের সালাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন উমরাহকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ

করবে না, তাকে ইল্লিয়্যুন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে অর্থাৎ তার মর্যাদা সুউচ্চ হবে। (আবু দাউদ হা/৫৫৮)

জামাআত না পেলেও সওয়াব পাবে

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা সালাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাকেও জামাআতে সামিল হয়ে সালাত আদায়কারীদের সমান সওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। (আবু দাউদ হা/৫৬৪)

খোলা ময়দানে সালাতের ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

(الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً)

অর্থ: আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে ২৫ গুণ সওয়াব রয়েছে। কেউ যখন কোন খোলা মাঠে জামাআতের সাথে পূর্ণরূপে রুকু সাজদাহ সহকারে সালাত আদায় করবে সে ৫০ ওয়াক্ত সালাতের সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ হা/৫৬০)

ইকামতের ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَالاَ يُرَى طَرَفَاهُ

অর্থ: সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে থাকে। এরপর সালাতের সময় ঘনিয়ে এলে উযূ করে। যদি উযূর পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করে। যদি সে ইক্বামত দেয় তাহলে তার সাথে ফিরিশতা সালাত আদায় করে। যদি সে আযান ও ইক্বামত দেয় তাহলে তার পিছনে আল্লাহ্র সৈনিকেরা সালাত আদায় করে যাদেরকে দেখা যায় না। (আব্দুর রাযযাক হা/১৯৫৫)

সিজদার ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

المؤمن إذا قام إلى صلاته جمعت خطاياه فجعلت فوق رأسه إذا خرّ ساجداً تناثرت عنه يميناً وشمالاً.

অর্থ: আনাস ইবনু মালিক ও জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তার সমস্ত গুনাহ একত্র হয়ে তার মাথার ওপর অবস্থান করে। Gici সে যখন সাজদাহ করে তখন তার গুনাহগুলো তার ডানে ও বামে ঝরে পড়ে। (ইবনু শাহীন হা/৩৮)

রুকুর ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أُحْسِنَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

অর্থঃ আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একবার রুকু করে বা একবার সাজদাহ করে এর দ্বারা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আহমাদ হা/২১৩০৮)

পায়ে হেঁটে শুক্রবার মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى ، وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

অর্থঃ আওস ইবনু আওস আস-সাক্বাফী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীকেও গোসল করাবে, প্রত্যূষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমআর জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের কাছে বসে খুতবা শুনবে, তার মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সালাত আদায়ের সমান সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ হা/৩৪৫)

শুক্রবার মসজিদে গিয়ে কথা বললে সওয়াব পাবে না

মহানবী (সা.) বলেছেন,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে এবং উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে মসজিদে এসে লোকদের ঘাড় না টপকিয়ে খুতবার সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা না বলে চুপ থাকবে, তা তার দু' জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহর জন্য কাফফারা হবে। আর যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলবে এবং লোকদের ঘাড় টপকাবে সে জুমআর সওয়াব পাবে না, কেবল যুহরের সালাতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ হা/৩৪৭)

মসজিদ গমনে ৫ ভাগে সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকের গোসলের ন্যায় গোসল করে সর্বপ্রথম জুমআর সালাতের জন্য মসজিদে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে একটি গাভী কুরবানীর সওয়াব পাবে। এরপর তৃতীয় নম্বরে যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব পাবে। এরপর চতুর্থ নম্বরে যে আসবে সে একটি মুরগী কুরবানীর সওয়াব পাবে। এরপর পঞ্চম নম্বরে যে আসবে সে আল্লাহ্‌র পথে একটি ডিম সদাক্বাহ করার সওয়াব পাবে। এরপর ইমাম যখন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফিরিশতারা খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত হন। (বুখারী হা/৮৩২)

নফল সালাতের ফযীলত এবং কেন নফল আদায় করব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إنَّ أولَ مَا يُحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَومَ القِيَامَةِ مِنء عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأنْجَحَ، وَإنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيئًا، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتعَالَى: انْظُرُوا، هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا ما انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ"

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম তার ফরয সালাতের হিসেব নেবেন। যদি ফরয সালাত পরিপূর্ণ ও ঠিক থাকে তাহলে সে সফলকাম হবে ও মুক্তি পাবে। আর যদি ফরয সালাতে কোন ঘাটতি দেখা যায় তখন ফিরিশতাদের বলা হবে, দেখ তো আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কিনা? তার যদি নফল সালাত থাকে তাহলে তা দিয়ে আমার বান্দার ফরযের এ ঘাটতি পূরণ কর। এরপর অন্যান্য আমলগুলোও যেমন-সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি এভাবে গ্রহণ করা হবে। (তিরমিযি হা/৪১৩)

গোপনে নফল সালাত আদায়ের ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থঃ সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সালাত আদায়ে ২৫ গুণ বেশি ফযীলতপূর্ণ সে নফল সালাতের চেয়ে যা মানুষের চোখের সামনে জনসম্মুখে আদায় করা হয়। (ইবনু শাহীন হা/৬৭)

তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ".

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ফরয সালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হল রাতের তাহাজ্জুদের সালাত। (মুসলিম হা/২৮১২)

তাহাজ্জুদের জন্য স্বামীকে ডাকার বুদ্ধি

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (رَحِمَ الله رَجُلاً قامَ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ الله امْرَأَةً قامَتْ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত প্রদর্শন করুন, যে রাতে ওঠে নিজেও সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে আর সেও সালাত আদায় করে। সে ওঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এমন নারীর প্রতিও রহমত করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে দেয়। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ হা/১৩০৮)

বিতর সালাতের ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

অর্থ: খারিজা ইবনু হুজাফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি সালাত দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম, তা হল, বিতরের সালাত। তোমাদের জন্য এটা ইশা ও ফযরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী হা/৪৫২)

দেহের সদকা কি

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ : تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُهُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ، وَيَكْفِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির সংযোগস্থল বাবদ প্রতিদিন সদাক্বাহ দেয়া উচিত। প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ পাঠ করা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক আল হামদুলিল্লাহ বলা একটি সদাক্বাহ, প্রতিটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি

সদাক্বাহ, প্রতিটি তাকবীর পাঠ একটি সদাক্বাহ, সৎকাজের আদেশ একটি সদাক্বাহ, অসৎকাজে নিষেধ করা একটি সদাক্বাহ, আর পূর্বাহ্ণে দুই রাকআত সালাত এসব কিছুর পরিপূরক থেকে পারে। (মুসলিম হা/১৭০৪)

দেহের কয়টি জোড়া

মহানবী (সা.) বলেছেন,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً » . قَالُوا : فَمَنْ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَدْفِنُهَا ، أَوْ الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

অর্থ: বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, মানুষের দেহে ৩৬০টি গ্রন্থি রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটি গ্রন্থির জন্য সদাক্বাহ করা ওয়াযিব। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, এমনটি করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, মসজিদে কোন ময়লা দেখলে তা পুঁতে ফেল, রাস্তায় কোন আবর্জনা দেখলে তা সরিয়ে ফেল। এটাও যদি না পার তাহলে দুপুরের পূর্বের দু'রাকআত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ হা/২২৯৯৮)

ইশরাক সালাতের ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

অর্থ: আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফযরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার পর ওখানেই বসে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করে যতক্ষণ না সূর্য ওঠে। এরপর সে দু'রাকআত সালাত আদায় করে। তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের সমান নেকী হবে। (তিরমিযী হা/৫৮৬)

আয়ের কত অংশ ব্যয় করব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ.

فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِى سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِى عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِى ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, একদিন এক লোক পানিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি

আওয়াজ শুনতে পেল, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি প্রবাহিত করে। এটা শুনে মেঘ খণ্ডটি একদিকে এগিয়ে যায় এবং প্রস্তরময় ভূখণ্ডে পানি প্রবাহিত করে। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হল। এমনকি পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নেয়। লোকটি সে পানির পিছনে পিছনে যেতে থাকে। এমন সময় সে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চেয়েছ? সে বলে, যে মেঘ থেকে এ পানি প্রবাহিত হয়েছে তা থেকে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। সে আওয়াজ ছিল এটা যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি প্রবাহিত কর। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, আপনি এ বাগানে এমন কি আমল করছেন? সে বলে, তুমি যখন জানতে চেয়েছ, তাহলে শুন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আরেক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। (মুসলিম হা/৭৬৬৪)

কোন খরচ উত্তম

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একটি দীনার তুমি আল্লাহ্‌র পথে খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি গোলাম আযাদ করতে খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি একজন গরীবকে সদাক্বাহ করেছো এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারের

প্রতি খরচ করেছ। এগুলোর মধ্যে যেটি তুমি তোমার পরিবারের প্রতি খরচ করেছ সেটিই হল সওয়াবের দিক দিয়ে অধিক উত্তম। (মুসলিম হা/২৩৫৮)

ব্যয় করব কোথায়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " تصدقوا " ، فقال رجل : عندى دينار. قال : " تصدق به على نفسك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " تصدق به على زوجك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " تصدق به على ولدك " ، قال : عندى دينار اخر ، قال : " تصدق به على خادمك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " أنت أبصر

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী (সা.) সদাক্বাহ করার আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছে একটি দীনার আছে, আমি তা কিসে ব্যয় করব। নবী (সা.) বললেন, এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বললো, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে। নবী (সা.) বললেন, এটা তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। নবী (সা.) বললেন, এটা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলে, আমার কাছে আরো একটি আছে। নবী (সা.) বললেন, এটা তুমি তোমার খাদিমকে দান কর। এরপর লোকটি বলে, আমার আরো একটি আছে। নবী (সা.) বললেন, তুমিই ভাল জান সেটা কোথায় ব্যয় করবে। (আবু দাউদ হা/১৬৯১)

ভাল কথার মূল্য কত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিনে মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির বদলে একটি সদাক্বাহ হওয়া উচিত। দু'ব্যক্তির মাঝে ন্যায় বিচার করাও একটি সদাক্বাহ। কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া অথবা তার কোম আসবাবপত্র সওয়ারীর ওপর উঠিয়ে দেয়াও একটি সদাক্বাহ। কারো সাথে উত্তম কথা বলাও একটি সদাক্বাহ। সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ একটি সদাক্বাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও একটি সদাক্বাহ। (বুখারী হা/২৭৬৭)

তাসবীহ পাঠে কি সওয়াব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (: «إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو

وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক সুবহানাল্লা বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক আল্লাহু আকবার বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক আলহামদুলিল্লা বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ্ বলা একটি সদাক্বাহ, সৎকাজের আদেশ দেয়া একটি সদাক্বাহ, অসৎকাজে নিষেধ করা একটি সদাক্বাহ, এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদাক্বাহ। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ তার কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও সওয়াব হবে? নবী (সা.) বললেন, আচ্ছা বলো তো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারামে স্থাপন করতো তাহলে তার জন্য তাতে গুনাহ্ হত কিনা? এভাবেই সে যখন তাতে হালাল স্থাপন করে তাতেও তার সওয়াব হবে। (মুসলিম হা/২৩৭৬)

সদক্বাহ্ কাকে বলে

মহানবী (সা.) বলেছেন,

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الصلاة لك صدقة ونصرك الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة» رواه الترمذي،

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করাও একটি

সদাক্বাহ, কাউকে সৎকাজের আদেশ দেয়াও একটি সদাক্বাহ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদাক্বাহ, পথ হারানোর জায়গায় কাউকে পথ দেখিয়ে দেয়াও একটি সদাক্বাহ, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করাও একটি সদাক্বাহ, রাস্তা থেকে কাঁটা বা হাঁড় সরানোও একট সদাক্বাহ, তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেয়াও একটি সদাক্বাহ। (তিরমিযী হা/১৯৫৬)

নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দান কর

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থঃ সালমান ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকে সদাক্বাহ দিলে কেবল সদাক্বাহর সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্তসর্ম্পকীয় আত্মীয়কে সদাক্বাহ করলে সদাক্বাহও হবে, আত্মীয়তাও রক্ষা হবে। (তিরমিযী হা/৬৫৮)

ধার দেয়ার ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة ". قال: ثم سمعته يقول: "من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثلاه صدقة". قلت: سمعتك –يا رسول الله –تقول: "من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة". ثم سمعتك تقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة"؟! قال: "له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره، فله بكل يوم مثلاه صدقة"

অর্থঃ সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, পাওনাদার

দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদাক্বাহ করার সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদাক্বাহ করার সওয়াব পাবে। আমি বলেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, পাওনাদার দেনাাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদাক্বাহ করার সওয়াব পাবে। এরপর আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদাক্বাহ করার সওয়াব পাবে। তখন তিনি (সা.) তাঁকে বলেন, ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার আগে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য একটি করে সদাক্বাহর সওয়াব পাবে। আর ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার পরে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য দুটি করে সদাক্বাহর সওয়াব দেয়া হবে। (আহমাদ হা/২২৯৭০)

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم– في الحَجَرِ : «واللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ الله يومَ القِيامَةِ له عَيْنانِ يُبْصِرُ بهما ، ولِسَان يَنْطِقُ به، يشهدُ على من اسْتَلَمَهُ بحَقّ». أخرجه الترمذي.

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ অবশ্যই কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উত্থিত করবেন। তার দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহ্বা বা মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে। (তিরমিযী হা/৯৬১)

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মর্যাদা

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -. يَقُولُ : إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا.

অর্থ: ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপ সমূহকে সম্পূর্ণ মুছে দেয়। (তিরমিযী হা/৯৫৯)

হাজরে আসওয়াদের আলো

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম জান্নাতের ইয়াকুত থেকে দুটি ইয়াকুত। এ দুটির আলোকপ্রভা আল্লাহ্ নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির প্রভা নিস্তেজ না করতেন তাহলে তা পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত হত। (তিরমিযী হা/৮৭৮)

হাজরে আসওয়াদ সাদা ছিল

মহানবী (সা.) বলেছেন,

نزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ হল জান্নাতের পাথর। পাথরটি দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ একে কাল করে দিয়েছে। (তিরমিযী হা/৮৭৭)

যমযমের পানির ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে তা পুরণ হবে। (আহমাদ হা/১৪৮৪৯)

যমযমের পানি ওষুধ

মহানবী (সা.) বলেন,

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ. رواه أبو داود الطيالسي بسند الصحيح

অর্থ: আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যমযমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রোগীর ওষুধ। (তায়ালিসি হা/৪৫৩)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خير ماء على وجه الأرض زمزم فيه '

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যমীনের ওপর সর্বোত্তম পানি হল যমযমের পানি। (তাবারানী কাবীর হা/১১০০৪)

হজ্জের বাহনের বিনিময়ে হাজীর সওয়াব লাভ

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ما يرفع إبل الحاج رجلا و لا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعه بها درجة

অর্থ: ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তির উট চলার পথে যখনই পা উত্তোলন করে এবং হাত রাখে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ সে হাজ্জকারীর জন্য সওয়াব লিখে দেন। অথবা এর দ্বারা তার একটি গুনাহ মুছে দেন অথবা এর দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (আত-তারগীব হা/১১০৬)

হজ্জ ও ওমরাকারীর দু'আ কবুল হয়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্র পথের গাযী, হজ্জ এবং ওমরাকারী। এরা আল্লাহ্র দল। তারা দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হয়। (ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩)

হাজীগণের মর্যাদা

মহানবী (সা.) বলেছেন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلٍ فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল। এরপর মৃত্যুবরণ করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হাজ্জের সওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি ওমরার উদ্দেশ্যে বের হল। এরপর মৃত্যুবরণ করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য ওমরার সওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে যোদ্ধা হিসেবে বের হল। এরপর মৃত্যুবরণ করেছে কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সওয়াব লিখা হবে। (আবু ইয়ালা হা/৬২২৭)

পরিবার পরিজন বিপদ স্বরূপ

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ

অর্থ: হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী হল ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল সালাত, সিয়াম ও সদাক্বাহ। (বুখারী হা/১৭৬২)

রোযার ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ : رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি সে আমাকে তিলাওয়াত করেছে। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এরপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (আহমাদ হা/৬৬২৬)

শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযিলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

অর্থ: আবু আইয়ুব আর আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং এর পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখে সে যেন সারা বছরের সিয়াম পালন করেছে। (মুসলিম হা/২৮১৫)

দ্বীনি ছাত্র ও শিক্ষকের মর্যাদা

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلاَّ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامِّ الْعُمْرَةِ وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلاَّ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍّ تَامِّ الْحَجَّةِ

অর্থ: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণকর ইলম শিখার জন্য অথবা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মসজিদে যায়, তার জন্য এমন একজন হাজীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যিনি তার হজ্জকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। (আত-তারগীব হা/৮১)

আলেমের মর্যাদা

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنْبِيَاء! وإنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثُوا دينَاراً ولا دِرْهَماً، وإنما وَرَّثُوا الْعِلْمَ! فمَنْ أخذَهُ فقَدْ أخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ!)(٢).

অর্থ: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যাননি, বরং তারা মীরাস হিসেবে রেখে গিয়েছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে। (তিরমিযী হা/২৬৮২)

মৃত শিশুরা জান্নাতে কার কাছে থাকবে

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة »

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, রাসূল বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সারা (আ.) মুসলমানদের শিশুদেরকে জান্নাতের কোন পাহাড়ের পাশে লালন পালন করছেন, কিয়ামতের দিন শিশুদেরকে তাদের পিতার কাছে সমার্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের লালন পালন করবেন। (সিলসিলা

সহীহাহ হা/১৪৩৯)। সকল শিশু এখন জান্নাতে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছেন ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সারা (আ.)। জান্নাতে আনন্দভোগ করার জন্য মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পাহাড় রয়েছে।

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ

অর্থ: উরওয়া আল বারিক্বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে। যা নেকী ও গনীমাতের পন্থায় হাসিল থেকে থাকবে। (মুসলিম হা/৪৯৫৭)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘোড়ার কপালে বরকত নিহিত রয়েছে। (বুখারী হা/২৬৩৯)

ঘোড়া প্রতিপালনকারী ৩ শ্রেণীর

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ

أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ؛

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذلِك

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘোড়া ৩ ধরণের। এটা কারোর জন্য সওয়াবের, কারোর জন্য ঢাল স্বরূপ এবং কারোর জন্য গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। এটা সওয়াবের কারণ সে ব্যক্তির জন্য যে এটাকে আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পালন করে। কোন চারণ ভূমিতে বা বাগানে এটাকে লম্বা রশি দ্বারা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এ ঘোড়াটি যতদূর পর্যন্ত ঘাস খাবে তার আমল নামায় সওয়াব লিখা হবে। ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে আরো দূরে চলে যায়, তাহলে এর প্রত্যেক পদক্ষেপ ও বিষ্ঠার বিনিময়ে সওয়াব লিখা হয়। কোন নদীর তীরে গিয়ে যদি ঘোড়াটি পানি পান করে, তাহলে সে ঘোড়ার মালিক ইচ্ছে করে পানি পান না করানো সত্ত্বেও এর সওয়াব লিখা হবে। আর ঘোড়া ঢাল স্বরূপ সে ব্যক্তির জন্য, যে এটাকে উপার্জন ও পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য প্রতিপালন করে। (বুখারী হা/২৬৪৮)

ঘোড়া প্রতিপালনের ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ সওয়াব দান করা হবে। (বুখারী হা/২৬৪১)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ

অর্থ: তামীম আদদারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়াকে বেঁধে রাখে। এরপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস দানা খাওয়ায়। প্রতিটি দানার বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে। (ইবনু মাজাহ হা/২৭৯১)

আল্লাহ্র পথে খরচ করার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ ثَوْبَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم:((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيالِهِ. وَدِينارٌ عَلَى فرس فِي سبلِ اللهِ. وَدِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أصحابه فِي سَبِيْلِ اللهِ))..

অর্থ: সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার হল সে দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে, সে দীনার যা সে আল্লাহ্র রাহে ঘোড়া প্রতিপালনের জন্য খরচ করে এবং সে দীনার যা সে আল্লাহ্র পথের সৈনিকের জন্য খরচ করে। (ইবনু মাজাহ হা/২৭৬০)

সূরা ফাতিহা হল বান্দার আবেদন এবং তার জবাব

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْي خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ

وَرَاءَ الإِمَامِ ، فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَي عَبْدِي ، فَإِذَا قَالَ : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে ভাগ করে নিয়েছি। তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। বান্দা যখন বলে, "আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" তখন আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। এরপর বান্দা যখন বলে, "আর রাহমানির রাহীম" তখন আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে, "মালিকী ইয়াওমিদ্দীন" তখন আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। এরপর বান্দা যখন বলে, "ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন" তখন আল্লাহ্ বলেছেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেয়া হবে। এপর বান্দা যখন বলে, "ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দলীন" তখন আল্লাহ্ বলেছেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য।

আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে। (মুসলিম হা/৯০৪)

কুরআন পড়ার সময় ফেরেশতা আসেন

أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ মহানবী (সা.) বলেছেন, سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَاكَ

অর্থ: উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক রাতে তিনি সূরা আল বাকারা পড়া আরম্ভ করেন। হঠাৎ তার পাশে বাঁধা তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তিনি পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি পুনরায় পড়তে শুরু করলে ঘোড়া আবারো লাফাতে শুরু করে এবং পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া থেমে যায়। তৃতীয়বারও এমনটি ঘটে। ঘোড়াটির পাশে তার শিশু পুত্র ইয়াহইয়া শুয়ে ছিল। তিনি ভয় পেলেন, না জানি ছেলের গায়ে আঘাত লেগে যায়। কাজেই তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া চমকে ওঠার কারণ বুঝতে পেরেছেন। এরপর সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। নবী (সা.) তাঁকে বললেন, হে উসাইদ!

তুমি পড়তেই থাকতে! উসাইদ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তৃতীয়বারের পরে ছেলে ইয়াহ্ইয়ার জন্য পড়া বন্ধ করেছিলাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছায়ার মত একটা জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পেয়েছি এবং তা দেখতে দেখতেই উপরের দিকে ওঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি জান সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগণ বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফিরিশতা। তোমার পড়া শুনে তাঁরা নেমে এসেছিলেন। যদি তুমি পড়া বন্ধ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন এবং মদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একজন ফিরিশতাও তাঁদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেন না। (বুখারী হা/৪৬৩০)

সূরা কাহাফ তিলওয়াত কর

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত থেকে থাকবে। (কুবরা হা/৫৭৯২)

রোগে মৃত্যু শহীদি মর্যাদা

মহানবী (সা.) বলেছেন, لشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الحرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمعٍ شَهِيدَةٌ

অর্থ: জাবির ইবনু আতীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্র পথে নিহত হওয়া ছাড়াও ৭ প্রকার শাহাদাত রয়েছে। মহামারিতে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুস প্রদাহে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় নিহত ব্যক্তি শহীদ,

আগুনে পুড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং যে মহিলা প্রসবকালীন কষ্টে মারা যায় সে শহীদ। (আবু দাউদ হা/৩১১১)

যার ঈমান যত বেশী তার বিপদ তত বেশী

মহানবী (সা.) বলেছেন, مصعب بن سعد : عن أبيه – رضي الله عنه –

قال : قلت : «يا رسول الله ، أيُّ الناس أشَدُّ بلاء ؟ قال : الأنبياءُ ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ على حَسْبِ دِينه ، فإن كان دِينُهُ صُلْبا اشتَدَّ بلاؤه ، وإن كان في دِينه رِقَّة على حَسبِ دِينه ، فما يَبْرَحُ البلاءُ بالعبد حتى يتركَهُ يَمْشِي على الأرض وما عليه خطيئة » أخرجه الترمذي.

অর্থ: মুসআব ইবনু সাদ (রা.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা পরীক্ষা করা হয় কাদের! নবী (সা.) বললেন, নবীগণকে। এরপর তাঁদের তুলনায় যারা অপেক্ষাকৃত কম উত্তম তাদেরকে। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয় তাহলে তার বিপদও শক্ত হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে তার শিথিলতা থাকে, তার বিপদও শিথিল হয়ে থাকে। তার এমন বিপদ থেকে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহ্ থাকে না। (তিরমিযী হা/২৩৯৮)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

نْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَفِى وَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ ».

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলার প্রতি বিপদ লেগেই থাকে। যেমন-তার নিজ শরীরে, তার ধন-সম্পদে বা তার সন্তানদের ব্যাপারে। যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করে। আর তখন তো তার ওপর কোন গুনাহের বোঝাই থাকে না। (আহমাদ হা/৭৮৫৯)

রোগ গুনাহ দূর করে দেয়

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ؟، فَقَالَ رَجُلٌ : هَنِيئاً لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ : " وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ

অর্থ: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে অপর ব্যক্তি বলে, সে বড়ই ভাগ্যবান, মরে গিয়েছে অথচ কোন রোগে ভুগেনি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাকে কে বলেছেন যে, সে বড়ই ভাগ্যবান। যদি আল্লাহ্ তাকে কোন রোগে ফেলতেন এবং তার গুনাহ দূর করে দিতেন। (মুয়াত্তা মালিক হা/১৪৭৮)

রোগ পাপ দূর করে

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هاذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَلَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ، صَبَرْتِ؛ وَلَكِ الجَنَّةُ. وَإِنْ شِئْتِ، دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»

فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ: فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

অর্থ: আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমাকে ইবনু আব্বাস (রা.) বললেন, আমি কী তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বলেছি হ্যাঁ। তিনি বলেন, এ কালো মহিলাটি। মহিলাটি একবার নবী (সা.) এর কাছে গিয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন। নবী (সা.) বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে ধৈর্যধারণ কর, এতে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তাহরে আমি দু'আ করব আল্লাহ্ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বলে, আমি ধৈর্যধারণ করব। কিন্তু দু'আ করুন, যেন উলঙ্গ না হয়ে যাই। নবী (সা.) তার জন্য সে দু'আ করেন। (বুখারী হা/৫২২০)

যে ব্যক্তির চুল পাকে তার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، أَوْ حَطَّ خَطِيئَةً

অর্থ: আমর ইবনু শুআইব (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পাকা চুল ওপড়ে ফেল না। কেননা কেউ মুসলিম থাকাবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হলে সে বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্যে জ্যোতিতে পরিণত হবে।" অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ তার বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী

লিখবেন এবং একটি গুনাহ মুছে দেবেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, পাকা চুল হল, মুসলমানের জ্যোতি। (আবু দাউদ হা/৪২০২)

এক পাশ থেকে খাবার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার না খায় বরং সে যেন পাত্রের এক পাশ থেকে নিয়ে খায়। কেননা, খাদ্যের বরকত ওপর থেকে নীচের দিকে আসে। (আবু দাউদ হা/৩৭৭২)

আঙ্গুল ও থালা চেটে খাবার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أصَابعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ » .

অর্থ: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খাবার সময় যদি তোমাদের কারো লোকমা থালার বাইরে পড়ে যায় তাহলে সে যেন তা তুলে নিয়ে এর ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর খাওয়া শেষ করে আঙ্গুলগুলো চেটে না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমালে হাত না মুছে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম হা/৫৪২১)

খালার সাথে সদ্ব্যবহারের ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

অর্থ: ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তাওবাহর সুযোগ আছে? নবী (সা.) জিজ্ঞেস করে, তোমার মা জীবিত আছে কী? সে বলে, না। নবী (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করে, তোমার খালা আছে কী? সে বলে, হ্যাঁ। নবী (সা.) বললেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (তিরমিযী হা/১৮২৭)

ধীর স্থিরতার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن عبدِ الله بنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "السَّمْتُ الحَسَنُ وَالتَّؤَدَةُ وَالإِقْتِصَادُ جُزءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ".

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস আল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, উত্তম আচরণ, ধীর স্থিরতা ও মধ্যম পন্থা নবুওয়াতের ২৪ ভাগের ১ ভাগ। (তিরমিযী হা/২০১০)

গ্রামে বাস কর এবং একাকী থাকবে না

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن الذى يخالط الناس و يصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس و لا يصبر على أذاهم " .

অর্থ: ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন সে ব্যক্তি যে মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে

ধৈর্যধারণ করে। সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধরে না। (ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২)

মুসাফা করার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–

:« مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ».

অর্থ: বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলিম মিলিত হওয়ার পর মুসাফা করে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ হা/৫২১২)

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার ফযীলত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى عَلَى طَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَقَالَ لأَرْفَعَنَّ هَذَا لَعَلَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِى بِهِ فَرَفَعَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলাচলের পথে কাঁটাযুক্ত ডাল পেলো। সে বললো, আমি অবশ্যই এটিকে উঠিয়ে ফেলে দেবে, হয়তো আল্লাহ্ এর কারণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর সে তা উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। (আহমাদ হা/১০২৮৯)

অর্ধ দিন সমান কত দিন

মহানবী (সা.) বলেছেন,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ)

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, গরীব ঈমানদাররা ধনীদের চেয়ে অর্ধেক দিন অর্থাৎ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইবনু মাজাহ হা/৪১২২)

অন্য হাদীসে মহানবী(সা.) বলেন,

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياءهم بأربع مئة عام

অর্থ: গরীব মুমিনগণ ধণী ব্যাক্তির ৪ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন,

عن سعيد بن عامر بن حزم قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء الجنة بخمسين سنة

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন আমর বিন হাযেম (রা:) থেকে বর্নিত, আমি মহানবী (সা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, গরীব মুসলমানগণ ধণী ব্যক্তির ৫০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

অর্থ: হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্নিত, আমি মহানবী (সা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, গরীব মুসলমানগণ ধণী ব্যক্তির ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

অন্য হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন,

يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بمائة عام

অর্থ: গরীব মুসলিম ধণীদের ১ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এক মহিলার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টান্ত

মহানবী (সা.) বলেছেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيَّهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَائْتِنِى بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ :« لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا »

অর্থ: ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, জুহায়না গোত্রের এক মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনার গুনাহ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। তার অভিভাবককে ডেকে এনে নবী (সা.) বললেন, এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ ব্যক্তি তাই করে। এরপর নবী (সা.) তাকে যিনার শাস্তির আদেশ করলেন। তার শরীরের সাথে কাপড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া হল এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতো যিনা করেছে, আপনি তবুও এর জানাযার সালাত আদায় করছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যা ৭০ জন মদীনাবাসীর মাঝে ভাগ করে দেয়া হলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে

যেত। আল্লাহ্র জন্য নিজের প্রাণকে যে মহিলা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয় তার এমন তাওবার চেয়ে উত্তম কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি? (মুসলিম হা/৪৫২৯)

১০০ ব্যক্তিকে হত্যা করার পরেও ক্ষমা পেল

মহানবী (সা.) বলেছেন,

كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة و تسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له : ألي توبة ؟ قال : لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل : ائت قرية كذا و كذا فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه : أ ن تقربي و أوحى الله إلى هذه : أن تباعدي و قال : قيسوا ما بينهما فو جداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له

অর্থ: আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তি ৯৯জনকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তাকে এক খৃষ্টান দরবেশের খোঁজ দেয়া হল। সে তার কাছে গিয়ে বললো যে, সে ৯৯জন লোককে হত্যা করেছে, তার জন্য এখন তাওবার সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলেন, নেই। ফলে দরবেশকে হত্যা করে সে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করে। অতঃপর পুনরায় সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তাকে এক আলিমের খোঁজ দেয়া হল। তার কাছে গিয়ে সে বললো, সে ১০০ লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি? আলিম বলে, হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। তাওবার বাঁধা কে থেকে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র ইবাদত করছে। তাদের সাথে তুমিও ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেও

না। কারণ ওটা মন্দ এলাকা। ফলে নির্দেশের স্থানের দিকে লোকটি চলতে থাকে। অর্ধেক রাস্তা যাবার পর তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ে। তখন রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। রহমতের ফিরিশতা বলেন, এ লোক তাওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফিরিশতা বলেন, লোকটি কখনো কোন সৎকাজ করেনি। এমন সময় মানুষের রূপ ধারণ করে আরেক ফিরিশতা তাদের কাছে এলেন। তারা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে তাকেই বিচারক মেনে নেন। বিচারক বলেন, তোমরা উভয় দিকের রাস্তার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি কাছে হবে সে সেটিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সেদিকটির কাছে পাওয়া যায়। ফলে রহমতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করেন। (মুসলিম হা/৭১৮৪)

মহানবী (সা.) বলেছেন,

يا بَنِيَّ ، العافيةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ : تسْعَةٌ منها في الصَّمْتِ إلاَّ عَنْ ذكر اللّهِ ، وواحدٌ في ترك مُجَالَسَةِ السُّفهاء ، يَا بَنِيَّ ، زِينَةُ الفَقْرِ الصَّبْرُ ، وزِينَةُ الغِنَى الشُّكْرُ ،

অর্থ: মুক্তির দশটি অংশ, নয়টি হচ্ছে চুপ থাকার মধ্যে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার যিকির ব্যতিত, আর একটি হচ্ছে নির্বোধ লোকদের মজলিশ থেকে পৃথক থাকা, হে আমার সন্তান! দরিদ্রদের চাকচিক্য হচ্ছে ধৈর্যের মধ্যে, আর ধনিদের চাকচিক্য হচ্ছে শোকর করার মধ্যে।

মহানবী (সা.) বলেছেন,

(الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي الصَّمْتِ وَالْعَاشِرُ فِي الْعُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ

অর্থ: মুক্তির দশটি অংশ। নয়টি চুপ থাকার মধ্যে আর দশ নম্বরটি হল মানুষদের থেকে পৃথক থাকা।

মহানবী (সা.) বলেন,

وقال صلى الله عليه وسلم : {الحِكْمَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تَسْعَةٌ مِنْهَا فِي العُزْلَةِ وَوَاحِدٌ فِي الصَّمْتِ}.

অর্থ: হেকমতের দশটি অংশ নয়টি সাধারন মানুষদের থেকে পৃথক থাকা এবং দশম হচ্ছে চুপ থাকা।

গুনাহের জন্য তাওবা চাওয়ার ফযিলত

মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ প্রতি রাতে তাঁর রহ্মাতের হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের গুনাহ্গার তাওবাহ্ করে। আর তিনি প্রতিদিনই তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের গুনাহ্গার তাওবাহ্ করে। (সহীহ্ মুসলিম হা/৭১৬৫)

অন্য হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। জুহায়নাহ গোত্রের এক মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি যিনার গুনাহ্ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। তার অভিভাবককে ডেকে এনে নবী (সাঃ) বললেনঃ এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ ব্যক্তি তাই করলো। অতঃপর নাবী (সাঃ) তাকে যিনার শাস্তির আদেশ করলেন। তার শরীরের সাথে কাপড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া হলো এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। ‘উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতো যিনা করেছে, আপনি তবুও এর জানাযার সালাত আদায় করছেন? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সে এমন তাওবাহ্ করেছে যা সত্তরজন মাদীনাবাসীর মাঝে বন্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত।

(মুসলিম হা/৪৫২৯)

আমাদের প্রকাশিত
আরো কিছু বই

* কাছাছুল কুরআন
* ইসলামের কুড়ানো মুক্তা
* অতলে হারিয়ে যাওয়া মন (উপন্যাস)
* মিছে এই সংসার (উপন্যাস)



The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767588

প্রকাশনায়
সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী
মাদানীনগর মাদরাসা রোড
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
০১৮২২-৮৮১০১৫